পরমার্থ সঙ্গীতাবলী।

এদেশীয় এবং পশ্চিম দেশীয় পূর্ব্বতন

সিদ্ধ সাধকগণের রচিত

ভবানীবিষয়ক ও কৃষ্ণবিষয়ক গীত

—:***:—

জেলা পাবনার অধীন তাঁতিবন্দ নিবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র বাগচী

মহাশয় দ্বারা সংগৃহীত হইয়া

—:***:—

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস কর্ত্তৃক

বোয়ালিয়া তমোঘ্নযন্ত্রে

—***—

প্রথমবার প্রকাশিত।

—:+:—

সন ১২৮৩ সাল।

ফাল্গুণ।

(মূল্য ৷৷০ আনা।)

সঙ্গীতাবলী।

এদেশীয় এবং পশ্চিম দেশীয় পূর্ব্বতন
সিদ্ধ সাধকগণের রচিত
ভবানীবিষয়ক ও কৃষ্ণবিষয়ক গীত।

—:***:—

জেলা পাবনার অধীন তাঁতিবন্দ নিবাসী
শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র বাগচী
মহাশয় দ্বারা সংগৃহীত হইয়া

—:***:—

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস কর্ত্তৃক
বোয়ালিয়া তমোঘ্নযন্ত্রে

—***—

প্রথমবার প্রকাশিত।

—:+:—

সন ১২৮৩ সাল।

অগ্রহায়ণ।

(মূল্য ॥০ আনা)

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্বতন সিদ্ধ সাধক সুকবি মহাত্মাগণের রচিত পরমার্থ সঙ্গীত সমূহ লুপ্তপ্রায় হও-য়ায়, আমি বহুকালের আয়াসে ৺ রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের রচিত ৺ ভাবানী বিষয়ক গীত নিচয় সংগ্রহ পূর্ব্বক ইত্যগ্রে বাবু গিরিশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করিতে দেই. তিনি কলিকাতা মোকামে বিপদগ্রস্থ হওয়ায় ঐ পুস্তক তাঁহার দ্বারায় প্রাপ্ত হইয়া, কলি-কাতা বটতলার বাবু বিশ্বম্ভর লাহা কর্ত্তৃক প্রতিবর্ষে প্রচুর পরিমাণ মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতে থাকায়, আমার মনের অভিলাষ কতকাংশ পূর্ণ হইয়াছে।

এক্ষণে মহাত্মা ৺ তুলসিদাস ও মহাত্মা ৺ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং মহাত্মা ৺ দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয় ও মহাত্মা

৺ গৌরমোহন রায় মহাশয় প্রভৃতি সাধক শিরোমণি মহোদয়গণের প্রণীত ৺ ভবানী বিষয়ক ও কৃষ্ণবিষয়ক নানা রসাশ্রিত পরমার্থ সঙ্গীতমালা সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করতঃ আমার বহুদিনের মানসিক সঙ্কল্প অদ্য সম্পূর্ণ করিলাম। আমার জীবনে যে এই ব্যাপার সম্পন্ন হইল, তজ্জন্য জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলাম।

শ্রীযাদবচন্দ্র শর্ম্ম বাগছি
উকীল, আদালত দেওয়ানী।
জেলা রাজসাহী। সাঃ তাঁতিবন্দ। জেলা পাবনা।
পোঃ রামপুর বোয়ালিয়া।

—:***:—

পদকর্ত্তাদিগের জীবন বৃত্তান্ত।

মহাত্মা ৺ তুলসী দাস।

—:***:—

সাধক শিরোমণী মহাত্মা তুলসী দাস বাবাজিউ জেলা বাণারস রামনগর রাজধানীর সন্নিকট ২।৩ ক্রোশ ব্যবধান কোন গ্রামবাসী শরোরিয়া ব্রাহ্মণ রামাওত বৈষ্ণব সিদ্ধসাধক এবং সুপণ্ডিত সুকবি ছিলেন। হিন্দি ভাষায় রামায়ণ সপ্তকাণ্ড এবং বিনয়পত্রিকা প্রভৃতি পুস্তক ও দোঁহাবলির সুকবিত্ব তুলসীদাসকে অদ্যাপি জীবিত রাখিয়াছে। ১৬৮০ সম্বৎ মোঃ সন ১০৩০ সাল, শ্রাবণ মাস শুক্লা সপ্তমি তিথিতে কাশীধাম অসীঘাটে গঙ্গাতীরে ঐমহাত্মা মানবদেহ পরিত্যাগ করতঃ কৈবল্য ধাম গমন করেন। ঐ কাশীধাম অসীঘাটের নিকট লোলার্ক কুণ্ডের পার্শ্বে উক্ত মহাত্মার এক ভজনালয় মঠ সংস্থাপিত আছে ও তাঁহার শিষ্যগণ ঐমঠে তুলসী দাসের পাদুকা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন এবং রামনগর রাজধানী হইতে ঐ মঠের সেবা নির্ব্বাহার্থে

একখানী গ্রাম প্রদত্ত আছে, তদ্দ্বারায় মঠের সেবা চলিতেছে। উক্ত মঠে তুলসীদাসের লোকান্তর হওয়ার বিবরণ একটি দোঁহাতে অদ্যাপি খোদিত আছে যথা।——

১৬৮০

"সম্বৎ ষোলা শও আশী অসী গঙ্গা কি তীর।
শাঁওন শুক্লা সপ্তমী তুলসী তেজো শরীর॥"

প্রত্যুত: সুরদাস ও আনন্দাস প্রভৃতিও তুলসী দাসের সমকালীন সাধক ও কবি বটেন। সুরদাস মথুরা নিবাসী মাথুর ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব শিরোমণী, জন্মান্ধ ছিলেন। অবশিষ্ট মহাত্মাগণের বিষয় অন্য বিবরণ অপ্রাপ্য।

—:※※:—

মহাত্মা ৺ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মহাত্মা ৺ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ইনি জেলা মালদহের ষ্টেসন চাপাই কালীগঞ্জ নিবাসী রাঢ়শ্রেণী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, আগম ও স্মৃতি পুরাণ আদি নানাশাস্ত্রে অধ্যাপক পণ্ডিত এবং সঙ্গীত বিদ্যায় সুপারগ ও সুকবি ছিলেন। বহুকাল নানা তীর্থ পর্য্যটনে উৎকট তপস্যা করিয়া শেষে ৯৫ বৎসর বয়ঃক্রমে সন ১২৭৯ সালের কার্ত্তিক মাসে স্বর্গা-

রোহণ করেন। এতাধিক প্রাচীন বয়সেও তাঁহার বুদ্ধি
বৃত্তি ও চক্ষুঃশক্তি ও তপস্যা ও অধ্যাপনা কার্য্যের
অণুমাত্র ক্ষীণতা হইয়াছিল না। আমরা এই রামপুর
বোয়ালিয়া মোকামে বন্দনীয় মহাত্মাকে দর্শন করি-
য়াছি। ইঁহার রচিত গীত নিচয় মহাত্মা ৺ রামপ্রসাদ
৺ কমলাকান্তের কবিত্ব হইতে কোন অংশে ন্যূন
নহে। প্রত্যুতঃ ইঁহার রচিত ষটচক্র এবং অন্তর্যাগ
গুরূপ সংক্রান্ত পদগুলিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং
কবিত্ব প্রকাশ আছে। অতিথি সেবা করা ইঁহার নিত্য
ব্রত ছিল, পরগণার জমিদার এবং দেশস্থ ধনী মহা
জনগণের সাহায্যে তাঁহার কোন বিষয়ের অপ্রতুল
ছিল না। মহেশচন্দ্র নামক একটি জন্মান্ধ ব্রাহ্মণ
শিষ্যকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সংগীত এবং মুখেং
ব্যাকরণ ও তাহার টীকা টিপ্পনি আদি অতি আশ্চর্য্য
রূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সে অনায়াসে ব্যাকরণের
বিচার করিতে পারিত এবং অতি মিষ্ট গায়ক ছিল।
এক্ষণে তাঁহার শেষ সংসারের বনীতা ও অবিরা পুঃ
ত্রবধূ মাত্র জীবিতা আছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের
পদাবলীতে যেমন মাধুর্য্য, চাতুর্য্য, তেমনি স্বর তানের
সংযোজিত আছে। ইঁহার রচিত পদ কখনই আধুনিক
পদ বলিয়া প্রতীতি হয় না।

—:*:—

মহাত্মা ৺ দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয়।

মহাত্মা ৺ দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয় জেলা বর্দ্ধমানের ষ্টেঃ কাল্‌নার অধীন চুপীগ্রাম নিবাসী রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ ৺ব্রজকিশোর রায় মহাশয়ের তনয় বর্দ্ধমান রাজধানীর দেওয়ান ছিলেন। সংস্কৃত এবং পারসী ভাষা উত্তম জানিতেন এবং বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে দিল্লির এক মুসলমান কালাবতের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া জাতি জাতি অঙ্গের খেয়ালের ধরণে ৺ ভবানী বিষয় ও কৃষ্ণবিষয়ক অনেক গীত রচনা করেন। সন ১১৫৭ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ ইনি জন্মগ্রহণ ও ১২৪৩ সালের ১৯ ভাদ্র প্রায় ৮৩ বর্ষ বয়ক্রমে ঈশ্বর গঙ্গাতীরে মানবদেহ পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে প্রোক্ত মহাত্মার পৌত্র শ্রীযুক্ত দেওয়ান হরমোহন রায় মহাশয় উক্ত রাজধানীর দেওয়ান বর্ত্তমান আছেন। ইহাঁদিগের বংশ মর্য্যাদা ও সৎকীর্ত্তি অতি মহৎ এবং তাঁহার রচনা ও কবিত্বশক্তি অতীব উৎকৃষ্ট পরমার্থ বিষয়ে তিনি যে এক জন প্রগাঢ় চিন্তাশীল তপস্বী ছিলেন তাহা তাঁহার পদ নিচয়েই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেশীয় কালোয়াত মহাশয়গণ বাঙ্গলা গানে প্রায়শই ঘৃণা করেন বটে, কিন্তু দেওয়ান মহাশয়ের রচিত পরমার্থ সঙ্গী-

তের নিকট সকলেই করজোড় করিয়া থাকেন। এমন কি, দেওয়ান মহাশয়ের গীত অনেকেই আদায় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন! দেওয়ান মহাশয়ের কোন গীতেই তাঁহার নিজ নামে ভণিতা না থাকিয়া অকিঞ্চন, শব্দে ভণিতা আছে. এটি তাঁহার নিতান্ত নিরভিমানিতার গুণের নিদর্শন বটে। বন্দনায় মহাত্মার রচিত আরো বহুল সংখ্যক গীত আছে, সময়ের সাবকাশ অভাবে তাহা সংগ্রহ ও মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। তজ্জন্য ক্ষোভিত রহিলাম, যদি নশ্বর জীবনে সাবকাশ দেয়, তবে বারান্তরে সমাধা করিব!

—:***:—

মহাত্মা ৺ গৌরমোহন রায় মহাশয়।

মহাত্মা ৺গৌরমোহন রায় মহাশয়, জেলা ময়মনসিংহের অধীন কেবশ্রীগ্রাম নিবাসী ৺ব্রজমোহন রায়ের পুত্র কায়স্থবংশীয় একজন ক্ষুদ্র তালুকদার ছিলেন অনুমান ৪০ বর্ষ হইল, ইনি ৫০ বর্ষ বয়ঃক্রমে মানবদেহ পরিত্যাগ করেন। ইনি সংস্কৃত ও পারসীভাষায় বিদ্বান ছিলেন। ক্রমে সাংসারিক কার্য্যে অনাসক্ত হইয়া জীবনের অধিকাংশ কাল ভজন ও তপস্যা কার্য্যেই অতিবাহিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার পুত্র কলত্রাদি কেহই নাই। ইনি বাঙ্গলা ও হিন্দি ভাষায় অনেক

পারমার্থ গীত রচনা করেন আমি বহু যত্নে অল্প সংখ্যক কয়েকটি গীত মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; কালক্রমে ইহাও অপ্রাপ্য হইবে। রায় মহাশয়ের রচনা অতি সরল ও কমল বটে।

শ্রীযাদবচন্দ্র বাগচী।
উকীল আদালত দেওয়ানী।
রাজসাহী।

সঙ্গীতাবলি।

প্রথম খণ্ড।

ভবানী বিষয়ক গীত।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রচিত।

হিন্দি ভাষা।

রাগিণী রামকেলী। তাল একতালা।

দ্বাদশ দল কমল কোরে নাথ মেরে বিরাজে।
দশ শত দল, কমল বিমল, শ্বেত ছত্র রাজে ॥
অ ক থ মেত্রিকোন ভবণ, আরে শোভে হ ল ক্ষ
বরণ, হংস পীঠে বীজ বয়ঠে চরণে অরুণ লাজে। ১
শ্রীমুখ সুখ স্মের হসন, করুণা নয়ন অবলোকন,
বরাভয় কর শ্বেত বরণ, শ্বেতাভরণ সাজে ॥ ২
যোগাসনে বামে ললনা, চিন্তামণি বরণ লগনা,
মগনা সাম রসমে আপকোটী মদন লাজে। ৩
জ্ঞান ভাণ ভয়ে প্রকাশ, মায়া রজনী গেয়ী বিনাশ
ভোর হি শ্রীরামচন্দ্রে চরণ শরণ দ্বিজে ॥ ৪

—:***:—

ভবানী বিষয়ক গীত।

রাঃ রামকেলী, তাঃ একতালা।

শ্রীনাথ চরণ নিত্য সদন চিন্ত ব্রহ্ম কালে।
অরুণ চরণ শ্বেত বরণ শোভিত শশী ভালে॥

অপরূপ রূপ বামে শোভিত, ভাবরে সাধক জন অমৃত, উভয়ের চিত্ত সাম রসিত, দশ শত দল কমলে। ১

যে জন চিন্তে সতত মননে, নাস্তি উপমা তার ত্রিভুবনে, রামচন্দ্র বলে সেই সে সফলে, নহি শিব মন্ত্র বিফলে॥

—:*****:—

রাঃ রামকেলী, তাঃ একতালা।

কালী২ বল, বৃথা দিন গেল, মানব জনম হবেনা আর।
জনন মরণ দেহ ধারণ অশীতি লক্ষ অনিবার॥

কয়ে গেছেন এবার কর্ণধার, কালী সে সকলি সকলে সার, বিশেষত কলি শূন্য সকলি কালী নাম সব তত্ত্বসার। ১

সার্থক জীবন মানিয়ে তার, যে জন কালী কালী নাম জানে সার, সেই সে ধন্য জীবন মান্য, কালী কুলান তার ভবেরি ভার॥ ২

সাধন স্মরণ ভজন হীন, রামচন্দ্র দীন দিনের প্রবীণ, হত সতসঙ্গ কালীর প্রসঙ্গ অবশেষে গতি কি হবে তার॥ ৩

রাঃ রামকেলী, তাঃ একতালা।

আজু শুভ দিন হইবেরে মনো কালী কালী কর স্মরণ।
সুপ্রভাতা যদি হইল রজনী সার্থক কররে জীবন॥

কালীতে অভিন্ন কালীর নাম, নিতান্ত পাইবে মোক্ষধাম, পূরিবে সকলি মনের কাম, ত্রিতাপ হইবে মোচন। ১

গঙ্গা যমুনা নর্ম্মদা কাবেরী, সরস্বতী আদি যত তীর্থ বারি, যদি স্নান দান পান করো ভূরি নহে কালী নামে তুলন॥ ২

অযোধ্যা মথুরা কাশী আদি ধাম, না মরিলে ইথে না পূরয়ে কাম, যে জন বারেক লয় কালী নাম, সমান জীবন মরণ। ৩

রামচন্দ্র কালী দাসের দাস, মুক্ত হবে ভবে মা-রারি পাশ, যদি ভ্রমে কভু লয় নামাভাস আসিতে না হবে কখন॥ ৪

—:***:—

রাঃ রামকেলী, তাঃ একতালা।

প্রসন্না ভব ভব ময়ি দীনে গঙ্গে ত্রিপথ গামিনী।
সুখদা মোক্ষদা, বিশেষ ফলদা, অশেষ অশুভ নাশিনী॥

শ্বেত বরণী পঙ্কজ ধারিণী, কমলাসনী মকর বা-হিনী, দ্বিভুজা ত্রিনেত্রা বিচিত্র বরদা, সরিদা ব্রহ্ম-রূপিণী। ১

মদনান্তক মৌলি রঙ্গিণী, মেরু মন্দরে মন্দাকিনী, প্রজাপতি কর কমণ্ডলু গতা, ব্রহ্মানন্দ দায়িনী ॥ ২

গিরীন্দ্র তনয়া সপত্নী সুভগা, সুরতরঙ্গিনী সুর নিম্নগা, সুরধনী স্মর হর বিলাসিনী, অপগা বিশ্ব পাবনী । ৩

জহ্নু তনয়া ভীষ্ম জননী, যমুনা বার্ণা সহগামিনী, সাগর-সঙ্গিনী সগর বংশে ব্রহ্মশাপ মোচনী ॥ ৪

ত্রিতাপ মোচনী ভক্তি দায়িনী, গতি হীন জনে গতি কারিণী, শরণাগত রামচন্দ্র জনম মরণ বারিণী ।৫

—:***:—

ভৈরব রাগ, তাঃ একতালা।

মন কেনে করিলি এমন বিষম নেঙটা মেয়ের আশা।
সে যে কুলে দেয় কালী, তার নাম কালী, ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম নাশা ॥ ধ্রুঃ ॥

নাশে সুখ মোক্ষ, সপক্ষ বিপক্ষ, করায় শ্মশানে বাসা, করে বর্ণান্তর ঘুচায় সব ডর ঘর বাহির করশা । ১

পরায় কৌপীন, করে দীন হীন মাথা মুড়া জটা বল্কল বাসা। ছাই মাখা গায়, যা ইচ্ছা তা খায়, নাচে গায় দেখে কান্দা হাঁসা ॥ ২

নাহি আপন পর করে সকল ঘর শুনে লাগে ভর কি হবে দশা। ভক্তি ভাব হয়া, কেবল প্রেম করা, বিঘ্ন করে না দেয় হৈতে দাসা ॥ ৩

কালীগঞ্জে বাস রামচন্দ্রের আশ শ্যামাপদাশ্রয় ছুর লালসা। করি মেয়ের আশ গেল সর্ব্বনাশ শ্মশান বাসী হৈল কৃত্তি বাসা॥ ৪

—:***:—

রাঃ ভৈরব তাঃ একতালা।

মন জাননা তারে কালী কেমন মেয়ের মেয়ের মেটী। সে যে পুরুষ প্রকৃতি, অবিশেষ মূরতি, কেউ নারে তারে করিতে খাঁটী॥

তারে করি তন্ন তন্ন, বড় দরশন ভেবে মরে গেল খেয়ে মাটি, আবার দ্বৈতাদ্বৈত বোলে শ্রুতি স্মৃতি পেলে, অন্যে কি তার জানে পরিপাটি॥ ১

মাথায় খাটের খুবা, কোরে তিন বুড়া, শুয়ে আদি বুড়া করে ভ্রূকুটি। বামা নাভি মূলে বসি হেসে মুক্তকেশী দোলাইছে রাঙ্গা চরণ দুটী॥ ২

কার সাধ্য বটে, দক্ষিণার নাটে, ভাব লয়ে করে আঁটাআঁটী। দিব্য বীরাচার, ফিরে দ্বারে দ্বার, শেষে হৈল লাগি দাঁত কপাটী॥ ৩

রামচন্দ্র কয়, নাহি কিছু ভয়, মনের কদাশয় গিয়াছে ছুটি। বেচি আপন কায়, শ্রীনাথের পায়, গেছে তার ভববন্ধ কাটি॥ ৪

—:***:—

রাঃ আলাইয়া, তাঃ আড়া।

কেরে ঘন নীল নীরজ, মদগঞ্জিত, স্থকিত চপলা মালা বালা নব রঙ্গিণী। রজত শেখরো শবাকারো রূপ দিগম্বর পুরুষ সুন্দর সহ রতিপতি বিড়ম্বিনী॥

উদিত হৃদয়াকাশে, জ্ঞাননেত্রে সুপ্রকাশে অন্যথা কি সে বিকাশে সম্ভব না হয়। যেরূপে যে চিন্তা করে, সেই রূপ দেখে তারে, ঘটে পটে সেই বটে ভক্ত মনোরঞ্জিনী। ১

ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহরে, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, ভাবি রূপ নিরন্তরে চিদানন্দ ময়। যে জন এই রূপে ভাবে, তাবে সঙ্গ নাহি পাবে, রামচন্দ্র পশু ভাবে মূঢ় অজ্ঞানী॥ ২

—:***:—

রাঃ আলাইয়া, তাঃ আড়া।

মাগো কত দিনে নিস্তার হবে, বাকী কি আছে গো দুঃখ না জানি শিবে। বহু কর্ম্ম সূত্র দ্বারে, বদ্ধ মায়া কারাগারে, অনন্ত কামনা বেড়ী কিসে কাটিবে॥ ১

মন রাজা অবিচারে, সদা দেহ দণ্ড করে, দ্বার রক্ষা করে রিপুগণ প্রতি দ্বারে। দোহাই দিতে গো চাই, অবকাশ নাহি পাই, রসনা ঘোষণা ভয়ে কুণ্ঠিত ভাবে। ২

ত্রিতাপে সদা তাপিত, যন্ত্রণায় জম্মগত, হয়েছি জীবন মৃত পাপের আধার। কেহ না সম্ভাষে দাসে, প্রকৃতি বলিয়া হাসে, রামচন্দ্র এই ভাবে গতি নাই ভবে॥ ৩

—:***:—

রাঃ আলাইয়া, তাঃ আড়া।

আরে মন ধিক তোরে মজাইলা সকল মানব দেহ বিফল করিলা। মরিতে না হবে যেন, নিতান্ত ভেবেছ মন, বিষম কালের ভয় কিসে এড়াইলা॥

হইয়া কুসঙ্গী সঙ্গ, পরমার্থ দিয়া ভঙ্গ, দেখিয়া বিষয় রঙ্গ, রঙ্গী হইলা। তুমিত সকলি জান, অনর্থে স্বার্থক মানো, এইতো আশ্চর্য্য জ্ঞানো ভুলিলা ভুলাইলা। ১

অবিশ্রান্ত বহ ভারো, শ্রান্তি দূর নাহি করো, একি ভ্রান্তি দেখি তোর গর্দ্দভের প্রায়। বিষয়ে মার্জ্জার শ্রম, ত্যজি যাহ লজ্জা ক্রম, রামচন্দ্রে হেন ভ্রম তুমি ঘটাইলা॥ ২

—:***:—

রাঃ বেলাভর, তাঃ আড়া।

মাই তেরি নীর নির্ম্মল দরশন মে হরত জনম জনম কেরি পাপ। কীট পতঙ্গ অধম, নর খর পশু পরশ মে তাকো তরসে ত্রিতাপ॥

নিরঞ্জন নিরাকার, পরং ব্রহ্ম ময়বার, আগম

নিগম সার, মহিমা ভূরি। শিরে ধরে ত্রিপুরারি, কোজানে ক্যাগুণ তেরি, মিলে চতুর বরুণ যো করে আলাপ ॥ ১

তাবতহি গতাগত, করতহি অবিরত, নাহি মরে যাবত, গাঙ্গ নীরে। কহত শ্রীকবি রাম, জগত অধমাধম, মিলত পরম পদ সব শোচ যাপ ॥ ২

—:***:—

রাঃ বেলাওল আলাইয়া, তাঃ হরিতাল।

অরে মন, নীল বরণী চরণ, কেন ভাবনা। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে ধারণা, মিছা জনা দেহ ভেবে দেখ না ॥

মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে সাধ ধ্যানে, অনাহতে বিশুদ্ধে মিলন। আজ্ঞা চক্র করি ভেদ দেখ না, কুণ্ডলিনী কালী কালে মিশায় না ॥ ১

ঈড়া স্বষুম্না পিঙ্গলা, যোগ পথ করি আলা, আছে মন আমারো কেন পাইতেছো জ্বালা। নিরবধি তাহে কেন লুকাইয়া থাকে না, কালে কোন কালে খুজে পাবে না ॥ ২

ইহা বহি আরো নাহি, যোগ পথের উপায় এহি, ভাব পরাৎপরা সেহি কালী ব্রহ্মময়ী। থাকিলে প্রকৃতি ভাবে নিবৃত্তি হবে না, রামচন্দ্র স্থির হইলে ফের আশা হবে না ॥ ৩

রাঃ ঝিঁঝিট ললিত, তাঃ ধিমাতেতালা।

জাগমা কুণ্ডলিনী কালী, অলসে ঘুমাইয়া রহিলিগো ॥

স্বয়ম্ভূ মদনাগারে, বিষতন্ত্ব সহোদরে, বিচিত্রা ভুজঙ্গী হয়ে, ত্রিগুণে বান্ধিয়া থুলিগো ॥ ১

অল্প পায় দেহ ধারণ, করি জীব অচেতন, বহি-র্ম্মুখ করি তাঁরে, কুহকে ভুলাইয়া দিলি গো ॥ ২

রামচন্দ্রে করি দয়া, ঘুচাও গো অনাদি মায়া, আশা বাসা ত্যজি তবে কালে কালী দিয়া চলি ॥ ৩

—:***:—

রাঃ ঐ, তাঃ ঐ।

যেমন জননী তুমি, জামাইলা জানিলাম আমি গো ॥

শিব বাক্য সত্যজ্ঞানে, বিশ্বাস আছে শ্রীচরণে, অবিশ্বাসের হেতু মায়া, ঘটাও তুমি আমার আমি॥ ১

ক্ষণে ক্ষণে দেখাও রঙ্গ, উৎপত্তি প্রলয় ভঙ্গ, না দেখি তার ভুক্তি অঙ্গ, এই রঙ্গে ভ্রমাও ভ্রমি ॥ ২

ত্রিগুণে পৃথক হয়ে, সদাই থাক লুকাইয়া, তুমি কি সামান্যা মেয়ে, কাম শূন্যা হয়ে কামী ॥ ৩

রামচন্দ্রের দিন গত, আশায় আশা বাড়াও কত, ভ্রমিতেছি অবিরত, কেবল মায়ায় হয়ে প্রেমী ॥ ৪

—:***:—

রাঃ ঐ, তাঃ ঐ।

হলোনা হবেনা আমার অপরাধ মার্জ্জনা গো ॥

অশেষ প্রকারে তাহা বিশেষ গেল গো জানা। হয়েছি পাপীর রাজা, মন্ত্রী মন কামাদি প্রজা, লাভ করি রাজ কর কেবল মাত্র যন্ত্রণা ॥ ১

মায়া দেশ কর্ম্মক্ষেত্র, আপদ নামেতে মিত্র, অধর্ম্ম নামেতে পুত্র, পাট রাণী দুর্ব্বাসনা ॥ ২

ভ্রম দণ্ড করি করে, কাল ছত্র শিরোপরে, উদ্বেগ আসনে বসি, দ্বারে অমঙ্গল সেনা ॥ ৩

রামচন্দ্র নামে গড়ে, কর্ম্ম সূত্র নিশান উড়ে, জ্ঞান শূন্য ডঙ্কা পড়ে, দুর্যশ ভেরি ঘোষণা ॥ ৪

—:***:—

রাঃ ভৈরবী, তাল মধ্যমান ঠেকা।

কালী কাল ভয় হরা। আমরি কেমন মেয়ে জীব শিব করা। কে জানে কালীর মর্ম্ম, নামে নাশে ধর্ম্মাধর্ম্ম, উপাধি হইলে শূন্য আপনি দেয় ধরা ॥ ১

জ্ঞান কর্ম্ম পরিহর, অন্য চিন্তা দূর কর, কালী ভাব কালী কর নয়নের তারা। নাথ আজ্ঞা অনুসারে, চিন্তা কর চিন্তাগারে, স্বপন কি জাগরণে না হও পাসরা ॥ ২

কহে রামচন্দ্র নরে, এবার বহু জন্মান্তরে, সফল মানব দেহ বিফল না করা। জ্ঞান ভক্তি সহভাবে, শ্যামা পদ ভাব ভাবে, চিন্তায় চিন্তা দূর হবে, অচৈতন্য ত্বরা ॥ ৩

রাঃ ভৈরবী, তাঃ মধ্যমান ঠেকা।

কালী কে জানে কেমন, যে দেখে যেমন ভাবে সে বলে তেমন। অখণ্ড মণ্ডলাকারে, সে বিরাজে সর্ব্বাধারে, ব্যাপ্ত গুপ্ত চরাচরে যেখানে যেমন ॥ ১

প্রকৃতি পুরুষাকারে, সৃষ্টি স্থিতি লয় করে, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাই বেদের বিচারে। অনন্ত না পায় অন্ত, তাহে নর সদা ভ্রান্ত, রামচন্দ্র হয়ে ক্ষান্ত চিন্ত শ্রীচরণ ॥ ২

—:***:—

রাঃ তোড়ী, তাঃ ধিমাতেতালা।

হর হৃদি সরোরুহে কিবা মাধুরী মরি মরি বামা করে। হেরিলে নয়ন মন না হয় তারি॥ সকল সুখের নিধি, লজ্জা পায় হেরি বিধি, তথাপি না হয় অবধি আজন্ম হেরি ॥ ১

কি কব অধিক আরো, হর হইলা দিগম্বর, বস্ত্র মাত্র দিয়ে তারো দাস হয় তারি ॥ ২

নেত্রে জ্ঞানাঞ্জন যারো, সেই জানে সুখ তারো, রামচন্দ্র পশু নরো নয় অধিকারী ॥ ৩

রাঃ তোড়ী, তাঃ ধিমাতেতালা।

বিরাজে হৃদয়াম্বুজে মণি মন্দিরে ও কে তিমির হরে ! ত্রিপঞ্চারে শিব উরে মদনাগারে ॥

বিহরে আনন্দ ভরে, নিজ তনু আ সম্বরে, দিগম্বরী দিগম্বরে গরব করে ॥ ১

স্থপ্রসন্না শ্যাম রসে, অলসে না বান্ধে কেশে, ভ্রূভঙ্গী মধুর হাসে কাম জয় করে ॥ ২

কামান্ধ কামের ভরে, ভয়ে হয়ে শবাকারে, দিয়ে রাঙ্গা পদ তারে নির্ভয় করে ॥ ৩

কহে রামচন্দ্র নরে, যে ভাবে দক্ষিণান্তরে, দক্ষিণান্ত করে তারে সর্ব্বস্ব হরে ॥ ৪

—:****:—

রাঃ ভৈরবী, তাঃ আড়া।

মন নয়ন অন্তরে সদাই লুকাও গো।
ভাবিলে না পাই দেখা এই কি সম্ভবে গো।

দেখিতে যতন করি, তোমায় ভুলে অন্যে হেরি, থাকিয়ে অন্তরে শ্যামা করগো চাতুরি; তুমিতো বিষম মেয়ে কে তোমারে জানে গো ॥ ১

যেন সূর্য্য প্রতিবিম্ব, প্রকাশয়ে যথা অম্বু, অনাশ্য অদৃষ্ট বস্তু দেখা নাহি যায়। রামচন্দ্রে দর্পণেতে দেখাও রাঙ্গা পদ গো ॥ ২

—:****:—

রাঃ কর্ত্তা, তাল আড়া।

শ্যামা আমার অন্তরে জাগ কি ঘুমাও গো;
ভক্তি ধন করে চুরি মনো চোরা তার গো ॥

অরাজক এই পুরে, কামাদি ডাকাতি করে, নিত্য বস্তু মাত্র হরে হইয়া নির্ভয়। না মানে দোহাই তার! কি করি উপায় গো। ১

অসুদৃঢ় বন্ধন করে, কেহ বান্ধে কেহ মারে, উদ্বেগ বিষম বহ্নি দিয়া দগ্ধ করে। ত্রাহি ত্রাহি রামচন্দ্র মরি প্রাণ যায় গো॥ ২

—:***:—

রাঃ সিন্ধু, তাঃ একতালা।

চলিলাম ভাই ভোলার হাটে ছেড়ে যায় সঙ্গের সঙ্গী দূর! কেহ বেচে পুরুষার্থ চারি, কেহ করে ক্রয় যতন করি, ভক্তি ভাব জ্ঞান রতন ভুরি, ভাবির দোকানে প্রচুর। ১

কেহ বেচি গেল পুণ্য পাপ, কেহ করে কেবল কথার আলাপ, কেহ বেচি গেল ত্রিতয় তাপ, কেহ অমিয়া অঙ্কুর॥ ২

শেষ হাটের বেলা হইল ক্ষয়, রামচন্দ্রের এই উচিত হয়, জ্ঞান সহ ভক্তি করিয়া ক্রয়, চলিচল কালীপুর॥ ৩

—:***:—

রাঃ সিন্ধু, তাঃ একতালা।

আইলাম ভবে এই করিলাম এবার হারালেম দু কুল। চিত্র কমল কুড়ো লেখা, জমে পড়ি অজির

ভাঙ্গলো পাখা, না পায় গন্ধ মধু তথা, অলির হলে ঠৈল ভুল ॥ ১

বিষয় প্রান্তরে মরিচিকা, জল ভ্রমে বাসি বেড়াই দেখা, প্রাণ যায় পিপাসায় ঠেক্যা, না পেলেম নদীর কূল ॥ ২

• বিষম মহামায়ার এই কল, চিনি বলে খাওয়ায় নিমের ফল, রামচন্দ্র হতবুদ্ধি বল, তার হারাইল মূল ॥ ৩

—:***:—

রাঃ স্বরট সারঙ্গ, তাঃ একতালা।

"রামপ্রসাদী স্বর"

মনরে কালী কালী বলো। দেহে পাপ পুণ্য, তারে করি শূন্য, গুণময় দেহ ছাড়িয়ে চলো ॥ ১

অন্তরে অন্তরো, সে নহে তোমারো, তারে নিরন্তর নয়নে দেখ। এইত সমাধি, কর নিরবধি, নাশিবে উপাধি মায়ার ফলো ॥ ২

নাম ধ্যান মন্ত্র, কালী নয় সতন্ত্র, ভিন্ন ভাবে ভ্রান্ত নিতান্ত যারা। নিষেধ বিধি দূর, হলে কালী পুর, নিকট হবে ভাই সকালে চলো ॥ ৩

হইয়া চৈতন্য, হবে দ্বৈত শূন্য, কালী নামের এই আছেরে ফলো। রামচন্দ্র কয়, ইথে কি সংশয়, মানব দেহ জন্ম সফল হলো ॥ ৪

রাঃ সুরট সারঙ্গ, একতালা।

মন যদি ভাবিবি কালী। ভেঙ্গে যাবে বাসা, নাহি হবে আসা, আমার আমি এই যাবিরে ভুলী॥ ১

ধবা শয্যাসন, দিগেরি বসন, নাগেরি ভূষণ ছাই মাখিবি। গায়ে বাঘ ছালা, গলে হাড় মালা, ভালে শশী জটায় গঙ্গা কেলী॥ ২

হবে সর্ব্বনাশ, শশ্মানেতে বাস, ঘরে ঘরে মেগে খেয়ে বেড়াবি। হবে বিষম পেটের জ্বালা, খাবি ভাঙ্গ ছালা, নাচিতে গাইতে পড়বি ঢুলী॥ ৩

রামচন্দ্র গায়, অন্য চিন্তা যায়, আপন চিন্তায় দেখে সে কালী। নাহি কালাকাল, ভয় করে কাল, হাতে দেখে ভাল কপাল খুলী॥ ৪

—:**:—

রাঃ সুরট সারঙ্গ, তাঃ একতালা।

হৃদয়ে দেখরে কালী। গেছে ভব ভয়, নাহিক সংশয়, মিছা কেন আর কর ব্যাকুলী॥ ১

তোমার এই ঘটো, মায়াময় পটো, আচ্ছাদন ছিল তোমারে বলি। শ্রীনাথ করুণা, করিয়া জাননা, ঘুচা-য়েছেন দিয়ে পায়ের ধূলী॥ ২

ঘটের বাহির; নহে কালী স্থির, স্থির এই কথা বলেছেন শূলী। আগমের কথা, গোপন সর্ব্বথা, স্বরূপ কুলেতে আছে সে মেলী॥ ৩

রামচন্দ্র কয়, চিদানন্দ ময়, সাত্ত্বিক প্রেম ইহাকে বলি। হলে স্থিরতর, নাহি কোথাও ভয়, সহজে সেখানে যাবিরে চলি ॥ ৪

—:***:—

রাঃ সুরট সারঙ্গ, তাঃ একতালা।

বিষম সর্ব্বনাশী মেয়ে। করিতার আশ, শশ্মানেতে বাস, দিগম্বর বেড়ায় মেগে খেয়ে॥

দেখি তার কাব বেদে পেলে লাজ গুণ গায় তার কুণ্ঠিত হয়ে। দরশন ছয়, পেলে তারা ভয়, স্থূল হৈল ভুল গেল ভুলিয়ে ॥ ১

অঘটনায় করে ঘটনা সঙ্গতি, সঙ্গতির গতি দেয় ভুলিয়ে। প্রকাশিয়া মায়া, কুহকের ছায়া, সদাই থাকে তায় পৃথক হয়ে ॥ ২

রামচন্দ্র কয়, সেত বিশ্বময়, সর্ব্ব স্থানে রয় কিন্তু লুকায়ে। ভোগায় পুণ্য পাপ, নাহি করে মাপ, বলায় দয়াময়ী কঠিন হিয়ে ॥ ৩

—:*:—

রাঃ সুরট সারঙ্গ, তাঃ একতালা।

সামাল শ্যামা ডুবলো তরি।
ভব তরঙ্গেরি দেখি রঙ্গ ভারি॥

কর্ম্ম বাতাস মায়া মেঘে সদাই পড়ে মোহ বারি। চঞ্চলা চপলা ভ্রমে ঘন তাকে ঘটা করি ॥ ১

ভাঙ্গিল মাস্তুল মন সুকর্ম্ম বাদাম গেলো পাড়ি তরি গরক হয় আবর্ত্ত কামে পাপের ভরায় হয়ে ভারি ॥ ২

জ্ঞান সূর্য্য অস্ত হৈল অজ্ঞান তিমিরে ঘেরি। এক্ষুণী একুল ওকুল পাথার হত হৈল বুদ্ধি ডাঁড়ি ॥ ৩

ভেবে খন্দ রামচন্দ্র কপাল মন্দ হৈল তারি। করুণা নোঙ্গর করো তায় কর্ণধার করুণা করি ॥ ৪

—:+:—

রাঃ সুরট সারঙ্গ, তাঃ একতালা

সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গেনা।

ভালো পেয়েছোরে ভবে কাল বিছানা ॥

পেয়েছো সুখ শর্ব্বরী যেনেছো কি ভোর হবে না। তোর কোলেতে কামনাকান্তা তারে ছেড়ে পাশ ফিরোনা ॥ ১

অসার চাদর দিয়েছো গায় মুখ ঢেকে তার মুখ খোলোনা। শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে শোপার ঘরে তায় কাচনা ॥ ২

খেয়েছো বিষয় মদ সে মদের আর ঘোর ঘুচেনা। দিবা নিশি মুদে আঁখি আলসে প্রকাশ পায় না ॥ ৩

অতি মন্দ রামচন্দ্র ঘুমায়ে আশা পুরে না। তোর ঘুমে মহা ঘুম হইবে ডাকিলে চেতন পাবে না ॥ ৪

—:****:—

ষটচক্র বর্ণনা।

রাঃ সুরট জয়জয়ন্তি, তাঃ ঝাঁপতালা।

কালী কুণ্ডলীরূপা কাম পীঠান্তরে।

বিহরে স্বয়ম্ভু মামো লিঙ্গোপরি মূলাধারে॥

ত্রিগুণা সুষম্না নাড়ী মেরু দণ্ডান্তরে, দক্ষে সব্যে রহি পিঙ্গলা ঈড়া শিরে॥

সুষম্না অন্তরে বজ্রিনী শোভা করে, তন্মধ্যে চিত্রিনী ব্রহ্ম নাড়ী গর্ভে ধরে, দ্বার ব্রহ্মাখ্য মুখে মোক্ষপথ গোপিনী, সুপ্তা অহি রাজরূপা সার্দ্ধ ত্রিবলয়া কারে॥ ১

বিষতন্তুময়ী রুচি কোটি সৌদামিনী, শ্বাস উচ্ছ্বাস ক্রমে জগত জীবধারিণী, নিন্দি মত্ত অলিরব বৈখরী না দিনী; কাব্য রস নব্য করি নবধা সে ভেদ করে।২

আরক্ত কনক চলরূপ স্বয়ম্ভু শিব, লিঙ্গরূপে পান করে কুণ্ড গোলোদ্ভব, পূর্ণেন্দু বিম্বাকার সন্তান হাসী, কাশীপুর বাসী বিলাসী ত্রিপুর পুরে। ৩

পৃথ্বি বীজ মূর্ত্তিধরি, বসিয়া গজেন্দ্রোপরি, অঙ্কে বালার্ক রুচি ব্রহ্মা শিশু সৃষ্টি করি; কন্দর্প বায়ুসহ, জীবেশ মায়ামোহ, ঘত্রকুল ভৈরবী ডাকিনী বাস করে। ৪

ললিত সৌবর্ণ রুচি মূল পঙ্কজ শোভা, তত্র বসন্ত চারি পত্রে রক্ত প্রভা, ভেদি ষট পদ্মদ্বয়ে হংসী

হৃৎসাগরে, ধন্য নর ধরণী তলে ধ্যানে সঙ্গতি করে ! ৫

নাম স্বাধিষ্ঠানে আরক্ত মহোৎ পলে, লাজে চপলা রুচি ব ল অন্ত ষড়্দলে, অর্দ্ধেন্দু বংকারে বরুন মকরাসনে, অঙ্কে বিষ্ণুতথা রাকিনী সহকারে। ৬

ত্রিকোণ মনিপুরকে মেঘরুচি পুষ্করে, দিগদলে ড ফ অঞ্জনীভ কান্তি ধরে, রক্তাক্ত বহ্নি বীজ মূর্ত্তি ধরি মেষোপরি, লাকিনী ভৈরবী রুদ্ররূপ রুদ্র ঘরে। ৭

বন্ধু জীব কান্তি ষট কোন অনাহতে, দ্বিষড় দল মধ্যে কঠান্ত রক্তার্চ্চিতে, ধুম্রুচি বায়ু বীজ কৃষ্ণ সারোপরি, ভৈরবী কাকিনী বাণাখ্য লিঙ্গপুরে। ৮

পদ্ম বিশুদ্ধ নাম ধুম্রুচি বিম্বাকারে, শোভে ষোড়শ দলে স্বরবর্ণ রত্নাকারে, হিমচ্ছায়া নাগোপরি, বিষ্ণু আসন করি, অঙ্কে হরগৌরী শাকিনী নারী তত্রপুরে। ৯

দ্বিদলে হক্ষাক্ষরে আজ্ঞা পদ্মান্তরে, যোনী পীঠে সূক্ষ্ম শিব লিঙ্গরূপাকারে, চন্দ্র বীজান্তরে পীযুষ সঞ্চরে, হাকিনী ভৈরবী মনোহারী ভ্রুমধ্যে ঘরে। ১০

ব্রহ্ম রন্ধ্রান্তরে সরসিরুহ সংপুটে, হ ল ক্ষ অক থাদি সূর্য্যদলে হংস পীঠে, নাথ সহ রহসিকালী খাম রসনাদ ভরে, সাধ্য নহে এইরূপে চিন্তে রামচন্দ্র নরে॥ ১১

—:****:—

রাঃ সুরট, তাল আড়া।

সকলি শ্যামা মা আমার,

ইচ্ছায় পুরুষ করেন করিতে বিহার ॥ ধ্রু ॥

আগম নিগম উক্তি, নাহি তার দ্বিতীয় মূর্ত্তি, দুই রূপ ভেদে স্ফূর্ত্তি, অনেক তাঁহার। ১

ব্রহ্ম সনাতনী আদ্যা, আদি মহাকাল সাধ্যা, একধা দশধা মহাবিদ্যা নাম তার, নির্গুণা সগুণা বটে, প্রকৃতি পুরুষ বটে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ী আধেয় আধার ॥ ২

অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত গুপ্ত চরাচরে, যে পদ দেখাইলা যারে, সে পদ দেখে তার, এইতো কহিলা বেদ, ইহাতে মূর্খের খেদ, তত্ত্বজ্ঞানীর নাহি ভেদ, কালী কালা তার। ৩

ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি, ভেদে হয় অবিদ্যা মূর্ত্তি, সেই ত্রিগুণ প্রসূতি মায়া নাম তার, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবময়, আদি নারায়ণ হয়, অংশী অংশ কলায় সেত নানা অবতার ॥ ৪

হইয়া কুণ্ডলীশক্তি, মূলাধারে করি স্থিতি, অজপায় ধারণ করেন জীব নাম সার, রামচন্দ্রে করি দয়া, নাশো মা অবিদ্যা মায়া, দিয়া রাঙ্গা পদ ছায়া, দেখাও সহস্রার ॥ ৫

—:✽✽✽:—

রাঃ খয়েট, তাল আড়া।

কালী কি মামামা জেনে, পঞ্চ প্রেতে

প্রেতাসন বস মাথায় করিয়ে।

যাঁর যন্ত্র সুধা সিন্ধু, আনন্দ তার এক বিন্দু, পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী শিব গরল খাইয়ে ॥ ১

সুরপুর সন্নিধানে, কদম্ব কুসুমবনে, স্থান মণি-দ্বীপ মাঝে চিন্তামণী গৃহে, শবাকারো মহামঞ্চে, পর শিব পরিজঙ্কে, বিহরে রহসি শ্যামা মুক্তকেশী হয়ে। ২

শ্যামা মা মানসচরী, চিদ্‌ঘনানন্দলহরী, ঘটে২ বাস করি, আপনি লুকায়, ভক্তে ধন্য নয়ে তাঁরে, অন্যে কি লক্ষিতে পারে, তাবে রামচন্দ্র অর্দ্ধ পথ হারাইয়ে ॥ ৩

—:****:—

রাঃ খয়েট, তাঃ আড়া।

কি কাজ আর সাধনে, হৃদয়ে দেখরে কালী বল বদনে ॥ সাধনেরি বহু অঙ্গ, ত্যাগ করি অপর সঙ্গ প্র-সঙ্গে কালীর গুণ কর শ্রবণে। ১

তীর্থাটন পরিশ্রম, কেবল মনেরি ভ্রম, সর্ব্ব তীর্থ ফল কালী পদতলে ধাম। রামচন্দ্রের অভিলাষ, হবে যদি কালিদাস, কর পদ রজ আশ বাসনা মনে ॥ ২

—:****:—

রাঃ খট তাঃ আড়া।

কি কাল ঘরে প্রবেশিল, ভাবিতে একাল গেল সে কাল আইল। কালী পদ না চিন্তিলাম কালের রসে কাল হারালেম, ভাল কাল পেয়ে কাল সকলি হরিল ১

কালে কাল লীন হবে, কালে সকলি নাশিবে, রবে মাত্র কাল কেবল কালীপদাশ্রয়ে, কালীর করুণা বিনে উপায় নাহিক আসে, রামচন্দ্র দিছে লক্ষ আশায়ে রহিল॥ ২

—:***:—

রাঃ মুলতান, তাঃ আড়া।

ভাবরে ভাবরে মন শ্রীনাথ চরণ, মুক্ত হবি এবার যদি এভব বন্ধন॥ তোমারে করিয়ে দয়া, সে দিয়াছে পদছায়া, অনিত্য বিষয় মায়া, কর কি কারণ। ১

বিকাইলি যার পায়, না দিলি দোহাই তায়, কি করিলি হায় হায়, বিফলে জীবন। ২

কহে রামচন্দ্র দাস, গুরুপদ আশ্রয় কর, কেন মায়াশ্রয়ে মর না বুঝি কারণ। ৩

—:****:—

রাঃ মুলতান, তাঃ আড়া।

চলরে চল যাই মন আনন্দ কানন।

হৃৎকমল পীঠে শ্রীনাথ পদ করি দরশন॥

জ্যোতির্ম্ময় মহারমা, নহে বেদ বিধিগম্য, চন্দ্র সূর্য্য গতিশূন্য দহন পবন। ১

পরম আনন্দ ধামে, ব্রহ্মানন্দ পরিণাম, নিবৃত্তি সকল কাম নাই জরা মরণ। ২

কহে রামচন্দ্র ভাবি, পরম আনন্দ পাবি, নিত্য সুখে চলে যাবি দেখি শ্রীচরণ ॥ ৩

—:***:—

অন্তর্যাগ।

রাঃ ধানেশ্রী, তাঃ মধ্যমান ঠেকা।

ভাবরে পরমাপদ পরম আদরে। অন্তর্যাগে ভাবো তারে ভাবের মন্দিরে ॥ হৃদিপদ্মে ত্রিপঞ্চারে, শবাকার শিবাধারে, মহাকাল উরে সেত গোপনে বিহরে ॥

অমায়া অনহঙ্কার অব্যগ্র অরাগ অমৎসর অমদ অমোহ অলোভ অক্ষোভ অদ্বেষ আর, অহিংসা কুসুমসার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর, জ্ঞান দয়া ক্ষমা পঞ্চদশ পুষ্পাধারে ॥ ১

হৃৎপদ্মে দিয়ে আসন স্বাগত বাক্য দান সহ-আর চ্যুতাহৃতে পাদ্যের বিধান, পুষ্প অর্ঘ নিবেদন, ভক্ত্যামৃতে আচমন, স্নানীয় তাহাতে মধুপর্ক যোড়-শাধারে ॥ ২

অম্বর অম্বর দিয়ে, তাঁর ভূষণে ভূষিয়ে, গন্ধ গন্ধ তত্ত্ব চিত্ত পুষ্প প্রকল্পিয়ে, গন্ধঘ্রাণ ধূপ কর, তেজ দীপে ধ্বান্ত হর, অনাহত ধ্বনী ঘণ্টা বাজাবে তৎপরে ॥ ৩

সুধাম্বুধি সহস্রারে, নৈবেদ্য কর তাহারে, কাম ক্রোধ অজাবাহ বলিদ্দ কর তারে। শব্দ তত্ত্ব স্তুতি গীত ইন্দ্রিয় কর্ম্ম তার নৃত্য ভাবত্রয়ে পুষ্পাঞ্জলীত্রয় দেহ তারে ॥ ৪

অকারাদি লকারেতে, অনুলোম বিপরীতে, ক্ষকার সুমেরু করি গাঁথ কুণ্ডলীতে। বর্গাষ্টক অষ্ট্যাক্ষর অষ্টোত্তর শত বারো বর্ণমালা যপমন্ত্র দিবে তার অন্তরে ॥ ৫

জ্ঞানেতে চৈতন্য কর, নাভিকুণ্ডে বৈশ্বানর, আত্মাবহ্নি ঐক্যভাবে মন ধ্রুব কর। সমিধতায় ধর্ম্মা' ধর্ম্ম, হবিতার সঙ্কল্প কর্ম্ম, পূর্ণাহুতি দিবে মায়া বহ্নি আয়ান্তরে ॥ ৬

দক্ষিণায় দক্ষিণা হবে, যে কিছু সম্পদ রবে, পুজা সাঙ্গে এবার ভবে আরো না আসিবে। কহে রামচন্দ্র রায়, সর্ব্বদা এই কর্ম্ম কর, সাধন কি কথায় জীবন্মুক্ত ভবান্তরে ॥ ৭

—:০:—

ষট্‌চক্র।

রাঃ খাম্বাজ, তাল-মধ্যমান ঠেকা।

আছ শ্যামা আমার অনাহত ঘরে।

দ্বাদশ দলেতে সদা কঠান্তে বিহরে॥

ঈড়া নাড়ী স্থিতা বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণ ধামে,

সুষুম্না ত্রিগুণা মেরুর অন্তর অন্তরে॥

ষট্ কোণ আকার তার, বন্ধুক কুসুমাকার, য-মিতি বায়ু বীজ তায় ধূম্রবর্ণ যার॥ বাণাখ্য শিবলিঙ্গ তায়, কণক রুচির কায়, কাকিনী চঞ্চলা রূপা কুম্ভ সারোপরে॥ ১

মূলাধারে ত্রিকোণেতে, বামাঙ্গে চারি দলেতে, লমিতি ধরা বীজ তার নিন্দিয়া শোণিতে। নবীন সূর্য্যের অংশু, জিনিয়া পরম শিশু, ডাকিনী ভৈরবী নাম শক্তি গজোপরে॥ ২

বজ্রাখ্য নাড়ীর মুখে, ত্রিকোণাখ্য পুরে সুখে, বিলসে কন্দর্প বায়ু বীজ যার সম্মুখে। স্বয়ম্ভু লিঙ্গ উপরে, বেষ্টিত ভুজঙ্গাকারে, বিহরে কুলকুণ্ডলী ব্রহ্ম-দ্বারোপরে॥ ৩

অর্দ্ধ ইন্দু আকারেতে, ধ্বজের মূল দেশেতে, বমিতি বরুণ বীজ সিন্দুর মণ্ডিতে। ষড় দল বল অন্ত, মকরাসনে উপান্ত, রাকিনী ভৈরবী সহ ত্রিবেণীর তীরে॥ ৪

নাভিমূলে ড ফ অন্তে, রমিতি বহ্নি বীজেতে, পূর্ণ মেঘ দ্যুতি হয়ে ত্রিকোণাকারেতে। রুদ্র রূপী শিব সিন্দুর বরণ রাগ লাকিনী ভৈরবী সহ মেষের উপরে ॥ ৫

বিশুদ্ধে বর্ত্তুলাকারে ধূম্রাভা আকাশোপরে, রক্তবর্ণ সোলস্বরে আছ যোড়শারে। বিষ্ণু শুক্লাম্বর ধারী, শাকিনী নামেতে নারী, কোলে দোলে হরগৌরী নাগের উপরে ॥ ৬

আজ্ঞা চক্রে যোন্যাকারে, হ ক্ষ বর্ণ তদুপরে, ঠমিতি চন্দ্র বীজ তায় অমৃত সঞ্চারে। লিঙ্গরূপী শিবে মেলী, হাকিনী ভৈরবীর কেলী, সকল ইন্দ্রের রাজা মন বাস করে ॥ ৭

দ্বিদল ঊর্দ্ধে মহা শূন্য, জ্যোতির্ম্ময় মহারম্য, পূর্ণ ভগবানের স্থিতি যে ভাবে সে ধন্য; প্রণব সহ স্থির বায়ু, যোগী রাখে যোগে আয়ু, মহানাদ রূপী শিব অর্দ্ধ কায় ধরে ॥ ৮

অকথাদি ত্রিরেখান্তে, দ্বাদশ দলের অন্তে, পরম শিবের সহ মিলিয়া একান্তে। সহস্রারে আছ একা, ভাবিলে ভাবী পায় দেখা, রামচন্দ্র শিবের লেখা বুঝিতে কি পারে ॥ ৯

—:****:—

॥ রাঃ খাম্বেজী, তাঃ মধ্যমান ঠেকা।

আরে আমার মনরে ভবপারাবারে।

নিস্তার ঘাটে তরণী বাঁধা রয়েছেরে ॥

শ্রীনাথ কাণ্ডারি যাকে, কিছু ভয় নাহি তাতে, করিয়ে সাহস তাহে চড়গে সত্বরে। ধ্রু ॥

নিবৃত্তি নামেতে তরি, দুর্গমেতে চলে ভারি, নির্গুণেতে থাকে বাঁধা শূনা তাহে দাঁড়ী ॥ মানস বাতাসেচলে, ইচ্ছাময় পাল তোলে, কথন সে নাহি টলে বিষম পাথারে ॥ ১

নাম রত্ন ধন কত, খাবি যত পাবি তত, অতি দূরে যাবি কিন্তু যেতে যাবি ত্বরা। যথন যথা আরাম, সেখানে পাবি বিশ্রাম, সর্ব্বদা তায় শুভক্রম কহে রাম নরে ॥ ২

—:***:—

রাঃ বারোয়া, তাঃ ঠুংরি।

যাবি কি ভবনদী পার, পামর মন আমাররে, নাই দুকুলে তরণী তার। নাহি তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গ কাটে দুই ধার ॥ চৌদিগে গগণ ঘটা, হয়েছে আমার। কর্ম্ম মন্দ রামচন্দ্র সন্ধ্যা হইল তার ॥ ১

—:***:—

রাঃ বারোঁয়া, তাঃ ঠুংরি।

বিরাজে শ্যামা হৃদয়ে যার, শত দলেরে, কি কাম

সাধনে তার। সদানন্দে সদানন্দময়ীর বিহার॥ ধ্রু ॥

দ্বৈত শূন্যে চিন্তা শূন্য হয় নিরাকার, নাহি মানে ভুক্তি মুক্তি ভক্তি অঙ্গীকার॥ ১

ধর্ম্মাধর্ম্মে কর্ম্মে নাহি করে পুরস্কার। রামচন্দ্র তারি সঙ্গে হবে মায়া পার॥ ২

—:❋❋❋:—

রাঃ বারোঁয়া, তাঃ ঠুংরি।

কালোরূপ নয়নেতে যার লাগিয়াছে, গেছে ধর্ম্মাধর্ম তার। অন্তর বাহিরে হরে মায়া অন্ধকার।

ব্রহ্মানন্দ আদি তুচ্ছ নিছনী তাহার। দেখিয়া মাধুরী তারি মন ভুলে ভোলার॥ ১

রামচন্দ্র কর্ম্ম বন্ধ যাবি মায়া পার। কেমনে অমূল্য নিধি দেখ অনিবার॥ ২

—:+:—

রাঃ ইমন, তাল আড়া।

কালী এই কুজনে কর মা নিস্তার। জননী আমার মাগো আমিত তোমার॥ ব্রহ্মাণ্ডে অধমাধম, কে আছে মা মম সম, জন্মাবধি অপরাধী কে লইবে ভার॥

কি করিতে কি করিলাম, কেনবা ভবে আইলাম, ক্ষণমাত্র না চিন্তিলাম ওপদ তোমার॥ ১

নিবৃত্তি করিতে আশা, সে আশায় বাড়িল আশা, ওপদ বিনে ভরসা না দেখিগো আর॥ ২

কুপুত্রে কখন মাতা, না করেন করুণান্যথা, লোক বেদ সিদ্ধ কথা আছে গো প্রচার। পাদপদ্মে দিবা স্থান, পাবে রামচন্দ্র ত্রাণ, যখন হবে অবসান প্রার্থনা তাহার॥ ৩

—:***:—

রাঃ ইমন, তাল আড়া।

মন পরমানন্দ হবিরে যদি। পরানন্দময়ী ভাবি নিরানন্দে হওরে বাদি॥ যোগারূঢ় যোগ যুক্ত, কররে তাহারি সঙ্গ, জানিবি সকল রঙ্গ কে আদি অনাদি॥ ১

তুমিত অনাদি সিদ্ধ, অনাদি অবিদ্যা বাধা, না করিলে সাধ্যারাধ্য গতি নাহি আর। রামচন্দ্রের এই উপায়, সর্ব্বস্ব দক্ষিণা পায়, দিয়ে কেবল ভাব তার আপনারে৷ হৃদি॥ ২

—:***:—

রাঃ ইমন, তাঃ আড়া।

আমি কি হেরিলাম শ্যামা দলিতাঞ্জনী।

নয়ন নির্ম্মল করে মনোরঞ্জিনী॥

কোটী শশী কান্তি মসী, স্থিরা চপলা রাশী, দিগবাসী মুক্তকেশী কেরূপসী শবাসনী॥ ১

প্রফুল্ল নীলকমল, নয়নত্রয় নির্ম্মল, প্রভাত রবিমণ্ডল অন্তরে তাহার। কামের কার্ম্মুক লাজে,

আকর্ণ ভ্রুযুগ রাজে, মনসিজে মোহে শিবে চারু হাসিনী॥ ২

শ্রুতিমূলে শব শিশু, কপালে অর্দ্ধ হিমাংশু, চরণ নখরে করে পূর্ণেন্দু উদয়। সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ করে, বরাভয়ে মুণ্ড ধরে, নর শির হার উরে নর কর কিঙ্কিণী॥ ৩

শ্যামা পদ কোকনদ, ত্রিজগত সম্পদ, নীলকণ্ঠ হৃদি হ্রদ আধার তাহার। আশব আনন্দ ভরে, নিজ-তনু নাসম্বরে, রামচন্দ্র চিন্তাগারে রতিপতি বিড়ম্বিনী॥ ৪

—:***:—

রাঃ ইমন, তাল আড়া।

আমি কি হেরিলাম শ্যামা দলিতাঞ্জনী।
নয়ন নির্ম্মল করে মনোরঞ্জিনী॥

অসম্ভব ঘনঘটা, লজ্জিত দামিনী ছটা, ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেটা কার রমণী॥ ১

সুধাকর অর্দ্ধ ভালে, শব শিশু শ্রুতিমূলে, নাকৃত মকরাকৃতি মণি কুণ্ডলে। বালার্ক নয়ন কোণে, হয়েছে আশব পানে, ভ্রুভঙ্গী ভঙ্গিমা অতি নব রঙ্গিনী॥ ২

কুন্দ পুষ্প দর্প নাশে, হাসে মন্দ মুখপ্রান্তে, প্রকা-

পড়ি চঞ্চু আশা নাসা বিনাশে। কেশর কুসুম প্রায়, বেশর দুলিছে তায়, ওষ্ঠ পক্কবিম্ব হরে মৃদুভাষিণী ॥৩

বিগলিত কেশ জালে, পতিত চরণ তলে, মুক্তা মালা মুণ্ডমালা লম্বিত গলে। নাশে দাড়িম্বের দম্ভ, উচ্চ কুচ করি কুম্ভ, ত্রিবলী নাগিনী নাভি সরো-গামিনী ॥ ৪

করি কর গর্ব্ব হরে, শোভাকরে চারি করে, মুণ্ড চণ্ড বিম্ব অসি চপলা আদরে। বরাভয় করি করে, ডাকে সুরাসুর নরে, দিগবাসী কাম হাসী মন-মোহিনী ॥ ৫

কেশরী নিন্দিয়া কটি, শব কর পরিপাটী, রচিত কিঙ্কিণীবর ভ্রমর ধৃটি। নিতম্ব বিশাল ভাল, হেরি ভুলে মহাকাল, জাম্বু জঙ্ঘ কাম শঙ্খ দম্ভ দলিনী ॥ ৬

নব ইন্দিবর পদ, পদতলে কোকনদ, নখরে লজ্জিত কোটি চন্দ্রের সম্পদ। মরকত মণি কায়, নূ-পূরের ধ্বনী তায়, ভাগ্যমন্দ রামচন্দ্র শ্রবণ বঞ্চিনী ॥ ৭

—:+:—

রাঃ ইমন, তাঃ খয়রা।

শ্যামার চরণ কেমনে পাবি মন। শিব শব হৃদে করিয়ে শয়ন যতনে করেছে ধারণ ॥

সুসম্না নাড়ীর অন্তর্গত, হৃদি সরসহে সঙ্গোপিত, নয়ন কমলে করি অর্চ্চিত লয়েছেন ওপদে শরণ ॥ ১

অনন্ত অন্ত না পায় যার, শুনেছরে সুরাসুর ব্যবহার, তুমি তুচ্ছ নর বিশেষ পামর, অশেষ প্রকারে কঠিন ॥ ২

সতত বিষয় চিন্তাতুর, অতি দীনহীন রামচন্দ্র নর, ভাবিয়া উপায় নাহিক তার ভরসা শ্রীনাথ বচন ॥ ৩

—ঃ।ঃ—

রাঃ ইমন, তাঃ খয়রা।

নিবিড় ঘন, ঘন দামিনী দম্ভ, হরে তা রুচি
ষোডশী রূপসী কে দেখেছে মেয়ে এমন ॥

অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা চিকুর জালে, মুখ পূর্ণ ইন্দু আধ ভালে, শ্রুতি যুগ মূলে শব শিশু দোলে, নয়নে উদয় অরুণ ॥ ১

—ঃ+ঃ—

রাঃ ইমন তাঃ খয়রা।

মন একি ভ্রান্তি তোমার। মনরে যেনেছ
জানিছ, তথাপি ভাবিছ, এমন কি সুখ আর ॥

ধন জন পদশূন্য হইলা, বিষয়ের সুখ নাহি পাসরিলা। মুদিলে দুই আঁখি, সকলি যে ফাঁকি, তোমার কে তুমিবা কার ॥ ১

বেদের প্রমাণ তারে না মানিলা; সৎ সঙ্গে কত দেখিলা শুনিলা; যে বস্তু অনিত্য তারে মানি নিত্য জানিলা আমিআমার ॥ ২

আইলা বা কোথা; যাইবারে কোথা; রামচন্দ্র তাহে না পাইলি ব্যথা! আজন্ম ভাবিলা; কি লাভ করিলা; না ভাবিলা পদ তার ॥ ৩

—:+:—

রাঃ ইমন তাঃ খয়রা।

তোমার স্বাধীন নহেরে জীবন। সেত হংসাক্ষরে; থাকে বার্য্যাধারে; সদা তার গমনাগমন ॥

নাহি তার জপ অজপা নাম, দিবা নিশি ক্ষণমাত্র নাই বিশ্রাম; জপ সাঙ্গ হবে; দেহান্তর পাবে; না মানিবে স্থল জল কথন ॥ ১

ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল আর আকাশ, মায়া হেতু পঞ্চভূতে হয় প্রকাশ; মিথ্যা এই ভাণ্ড; কেবল মায়া কাণ্ড; বিষ্টা ভষ্ম কৃমি হবে এই পিণ্ড; বন্ধুবর্গে তোমার শ্মশান বন্ধু হবে; মিথ্যা অনুরাগে রোদন করিবে, সকল ছাড়ি যাবে, কেবা কোথা রবে; রামচন্দ্রের মিছা আপন আপন ॥ ২

—:+:—

রাঃ ইমন তাঃ মধ্যমান ঠেকা।

নাচে দিগম্বরী শবাসনে আসব পানে, ত-
নু মন জুড়াইল হেরি নয়নে। রুনুঝুনু
সুমধুর, ঝঙ্কারিছে মধুকর, বাজিছে নূ-
পুর তার রাঙ্গা চরণে ॥

সুখের নাহিক ওর, শিবাগণ ডাকে ঘোর, গর- বেতে ঢর ঢর আনন্দ ভরে। দুলিছে কুন্তল ভার, ঢাকা শিব শবোপর, কে বুঝিবে ভাব তার সাধক বিনে ॥ ১

অর্দ্ধ শশী শোভে ভালে, শব শিশু শ্রুতি মূলে, বরাভয় করা অসিকরা করালে। নর শির মুক্তা মালা, বক্ষরুহ করে আলা, বদন চাঁদের মালা মেঘ বরণে ॥ ২

ষোড়শী বয়সী রামা, ত্রিলোকের মনোরমা, ভুবনেশী গুণধামা দক্ষিণা নামা। ওপদ পঙ্কজ রজ, ত্রিলোকের সম্পদ, রামচন্দ্র অনুভব এই সে মানে ॥ ৩

—:***:—

রাঃ ইমন তাঃ মধ্যমান ঠেকা।

হেরি নব জলধর বরণী নয়নে, যে পদ পঙ্কজ ভব তরঙ্গ তরণী। হৃদয় পঙ্কজ মাঝে, দিগম্বরী হয়ে নাচে, সুমন্দ মধুর হাসে মৃদুভাষিণী ॥

কুটীল কুন্তল জাল, শোভিত সুকুন্তা গাল, নব জবদাম যেন চুম্বে ধরণী; কটী তটে নর কর, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধার, নবঘন মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী ॥ ১

রবি শশী হুতাশন, সুশোভিত ত্রিনয়ন, বদন পঙ্কজে যেন ফিরে অলিনী। গগণ তেজিয়া বিধু, পিয়ে সুধাধিক মধু, হয়ে দশনধ বামার নথর মণি ॥ ২

রামচন্দ্র এই ভাবে, সদা মম অভিলাষে, দিবা

নিশি স্বপ্রকাশে জলদ বরণী। হেরে যে জন শ্যামারূপ, সেই জানে কি তার স্বরূপ, মনে কি হয় অন্যালাপ এই সে মানি ॥ ৩

—:※※※:—

রাঃ ইমন তাঃ আড়া।

শ্যামা গুণ ধামা অনুপমা, হেরি শিবের নয়ন ভুলিল। অকলঙ্ক শশধর, ঢাকা যেন জলধর, সৌদামিনী অভিমানী হয়ে লুকাইল ॥ ১

সুধা আশে চকোরিণী, পিপাসায় চাতকিনী, নীল নলিনী ভ্রমে ভ্রমরী ভুলায়। মহা মেঘ ঘটা ভ্রমে, বক শ্রেণী উড়ে ব্যোমে, নাচে শিখী হয়ে সুখী ভূধর মানিল ॥ ২

চরণে নুপুর ধ্বনী, মরালের রব মানি, মরালিনী মত্ত হয়ে যুথে যুথে ধায়। অনুভাবি পঞ্চ শর, ডাকে পিক সুমধুর, মনসিজ পেয়ে লাজ বসন্তে মাতিল ॥ ৩

ভুবনে উপমাহিন, কে বর্ণিবে শ্যামা গুণ, বেদের হয়েছে ভুল শিবেরে ভুলায়। কহে রামচন্দ্র নরে, নব রস একত্তরে, সুস্থির না হয় অন্তরে অসাধ্য হইল ॥ ৪

—:※※※:—

রাঃ ইমন তাঃ আড়া।

কি বামা মনোরমা শ্যামা ভুবনেশী ভুবন ভুব,

ইলে। অখিল রসের নিধি, সকল সুখের অবধি, বৈ-
দগধি গুণনিধি গুণেতে বাঝিলে॥ ১

জননী হইয়া পালে, কুমারী হইয়ে ছলে, কা-
মিনী হইয়ে কামে সকলি ভুলায়! কার সে সুসাধ্য
বটে, কে এড়াবে তার নিকটে, গুণহীনা সে সগুণা
সকলি সকলে॥ ২

দীন রামচন্দ্র ভাষে, শ্যামা পদ রজ আশে,
হয়েছে শঙ্কর যোগী অভিলাসে যার। অনন্ত না পায়
অন্ত, বেদ বিধি হইল ভ্রান্ত, কি মপর হর নর পাবে
কি ভাবিলে॥ ৩

—:****:—

রাঃ হামির তাঃ তিওট।

দেখরে শ্রীকৈলাশধামা বিশ্বরী, শবাসনে মহা
কালে কালী। মহা পীঠে ত্রিপথারে, রত্ন বে-
দীর অন্তরে, ভয়ানক গভীরে ডাকে শৃগালী॥

অঙ্ঘ্রি যুগ রক্তোৎপল, নখরে বিধু মণ্ডল, সুধা
আশে ভক্ত মন হোয়েছে চকোর। শ্রীচরণে মণিময়
নূপুর বাজে যেন সুমধুর, রব করিছে মরালী॥ ১

বামে অসি মুণ্ডকরা, দক্ষে অভয়বরা, বদনে
আসবধারা মুণ্ডমালী। কাদম্বিনী সৌদামিনী, নাভে
সুধাংশুর খণী, অদ্ভুত সুচিত্রিত চন্দ্রার্দ্ধ কপালী॥ ২

গলিত চিকুর ভারে, রাকা ঢাকা মেঘান্তরে,

গরবেতে চর চর আনন্দ ভরে। শিশু ভানু ত্রিনয়নে, শব শিশু যুগ্ম কাণে, মন ভুলাইলে শিবের রামের নয়ন পুত্তলী॥ ৩

—:***:—

রাঃ ছায়ানাট তাঃ তিওট।

শ্যামা মায়ের দরবার, এবার প্রবেশ হওয়া ভার; দরবানি শিবা যার, কেবা শুনে কথা কার, দেওান যে জন সে যে দেওয়ানার আকার॥ ১

মহা শশ্মানেতে ঘর, তথা যাইতে লাগে ডর, লেঙ্গটা মেয়ে লেঙ্গটা সঙ্গী বিষম ব্যবহার॥ ২

মাথায় জটা ঘন দাড়ি, ভুত প্রেত ছড়াছড়ি, ছাইমাখা মরার খুলী মুখে সুধাধার॥ ৩

কাণে জবা এলোচুল, রক্ত আঁখি ঢুলু ঢুলু, ধরম বরম করে ভুল, অদ্ভুত আচার। কালি দাসের হইতে দায়, রামচন্দ্রের অভিলায, না ঘুচিল মনের ত্রাস দুকূল আঁধার॥ ৪

—:*:—

রাঃ ছায়ানাট তাঃ তিওট।

কালী কুলাও গো এবার, আমার মনের অনুসার। ভবপদে রতি মতি, হয়েছে তার অসঙ্গতি, করিতে চাই সুসঙ্গতি নামিলে উধার॥ ১

দরিদ্র করিলে ঋণ, দিতে না পারে কখন, মিছা সে করে যতন চেষ্টামাত্র সার॥ ২

দেখিয়া দরিদ্র দোষে, কেহ না সম্ভাসে দাসে,
রামচন্দ্র এই ভাবে অমা শূন্য যার ॥ ৩

—:***:—

রাঃ ছায়ানট তাঃ তিওট।

ঘুমে হইলি বিভোর, তোর ঘরে কাল চোর ॥ ধ্রু
এ নিদ্রা স্বাধীন তোর, জাগিলে জাগিতে পার,
ঘটাবে সে মহানিদ্রা নাহি হবে ভোর ॥ ১
চোর সঙ্গে ঘুমাও ঘরে, নাহিক ভয় অন্তরে,
করিলে চোরেতে চুরি কে করিবে শোর ॥
কি সাহসে করি ভর, উপায় নাহিক তার, রাম
চন্দ্রের ঘটান্তরে থাকিল এঘোর ॥ ৩

—:***:—

রাঃ ছায়ানাট তাল তিওট।

হবে আর কতদূর কাশীপুর, শ্রীনাথ ঠাকুর ॥
দিনমণি হল অস্ত, রাত্রি যোগে আছি ব্যস্ত, নিদ্রা
ভাবে কুণ্ডলিনী অলস প্রচুর ॥ ১
চলিতে না পারি আমি, এদেহের দেহী তুমি,
বামে রাখি মায়াপথ দেখাও ব্রহ্মপুর ॥ ২
সম্বল হইল লীন, চঞ্চল চরিত্র মন, প্রপন্ন
শ্রীরামচন্দ্র সহজে অন্তুর ॥ ৩

—:***:—

রাঃ কালেংড়া তাঃ হরিতাল।

কালী হৃদয় মন্দিরে। আমার মানসে বিহরে ॥

নাচিছে আনন্দভরে মহাকাল উরে, চরণে নুপুর বাজে ভ্রমরী গুঞ্জরে॥

কুঞ্চিত চমরী কেশে অৰ্দ্ধ শশী ভালে, অট্টহাসি মৃদু ভাষী হর মনোহরে॥ ১

নীল নলিনীইব রজত শিখরে, আপন ইচ্ছায় দোলে আপনা সম্বরে॥ ২

অনুপম শ্যামারূপ তনু মনোহরে, রামচন্দ্র অনাহতে দেখে সহস্রারে॥ ৩

—:※※※:—

রাঃ কানেড়া তাঃ হরিতাল।

কালী সকলে সকলি, যে জন জানে সে কপালী॥
জীবাত্মা পরমাত্মা সেই চরাচর ভূতে, মায়াতে মাতিয়া মাতি, আপনি হয় মাতালী॥ ১

নিরাকারা সাকারা সে দ্বৈতাদ্বৈত রূপে, ভাবনা ভেদেতে শিব, রামকৃষ্ণ কালী॥ ২

ভাবিলে নিকট তারে অভাবে বৈতালী, রামচন্দ্রের নয়ন পথে কোথায়ে লুকালী॥ ৩

—:※※※:—

রাঃ কানেড়া তাঃ আড়া।

আয়রে ভাবিয়ে মন ভুজনে বসিয়ে। করিব কর্ত্তব্য কর্ম্ম তোমায় আমি জিজ্ঞাসিয়ে॥

দশেন্দ্রিয় কর্ত্তা তুমি নবদ্বার পুরে, সকলি অধীন তোমার আছি তব বাধ্য হইয়ে॥

সুমেরু বাম দক্ষিণে ঈড়া আর পিঙ্গলা, অন্তরে সুষুম্না নাড়ী বজ্রিনী প্রবলা ॥

চিত্রিণীতে গাঁথা পদ্ম ব্রহ্মনাড়ী মূলে, শুয়ে আছে কুণ্ডলিনী, তার মুখে মুখ দিয়ে ॥ ১

মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর দিয়ে, অনাহত বিশুদ্ধাখ্য ক্রমেতে ভেদিয়ে। আজ্ঞাচক্র হৃদস্থান ছাড়ি মহাকাশে, হংসপীঠে নামে পদ, সেবিব আ- জ্ঞা লইয়ে ॥ ২

হবে জন্ম মৃত্যু জরা যে ধাম পাইয়ে, সগুণ নি- র্গুণ হয়ে ত্রিতাপ নাশিয়ে। রামচন্দ্র মনভাব ক্রিয়া শূন্য হইয়ে, এইত যোগির যোগ সঙ্গতি করিয়ে ॥ ৩

—:****:—

রাঃ বাগেশ্রী কানোড়া তাঃ আড়া।

সাধন কঠিন মনঃ দেখরে ভাবিয়ে; নাল ভবে কথার কথায় মায়াতে থাকিয়ে ॥ স্বগুণ স্বভাব জীব বর্ণাশ্রমে থাকিয়ে। লক্ষিতে না পারে পথ অজ্ঞানে আবৃত হোয়ে ॥

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ পঞ্চ নিয়া, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ক্রমেতে ভেদিয়া। এইত মায়িক দেহ ধারণ ক রিয়া, আছো যে বাসনাময় কোষেতে বসিয়ে ॥ ১

অনাদি অবিদ্যা গুণ বিচিত্র দেখিয়া, চিদানন্দ কণা জীব গেল সে ভুলিয়া। হয়ে পরতন্ত্র সুখ আসে দুঃখ ভুঞ্জিয়া, যেন আম্রফলে আশা পনশ রূপিয়ে ॥ ২

যেমন কুলটা নারী কুলেতে থাকিয়া, পরপতি সেবে পতি বঞ্চনা করিয়া। বিষয়েতে পরমার্থ সেরূপ ভাবিয়া, ধরিবা আকাশচন্দ্র রামচন্দ্র বামন হোয়ে॥ ৩

—:+:—

রাঃ কানোড়া তাঃ খয়রা।

আরে মন তারে ভবনা নলন', অন্তরে অন্তর আন করি শ্যামা সুন্দরী শবোপরি দিক্‌বসনা॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহরি কর ও পদে সতত বাসনা। মন তরী ভবে ভবে যদি স্থির কর এই মন্ত্রণা॥

শুন শুন যুক্তি পঞ্চবিধা মুক্তি, শ্যামা পদে ভক্তি বঞ্চনা। এই নিবেদন মন যেন রামচন্দ্রে এবার ভুলাও না॥ ২

—:***:—

রাঃ কানোড়া বাহার তাঃ খয়রা।

আরে মনরে কি অঙ্গনা নগনা, সুন্দরী নীল নলিনী সঘনে দামিনী সুধাকর কর রঞ্জনা॥

তিমিরে তিমির, করিতেছে দূর, করে করে করে অঙ্গনা। মনোধিক তোমায় তুমি আনন্দেতে, তারে দেখনা॥ ১

নয়নের অঞ্জন, মনের রঞ্জন, শীতল হবে দেহ নয়নে। ভাবিয়া এইবার, রামচন্দ্রের ঘুচাও ভব যাতনা॥ ২

—:** **:—

রাগ বাগেশ্রী কানেড়া তাঃ মধ্যমান।

করবে সুসঙ্গে প্রসঙ্গ, কালীপদ লাভ কথা।
উদয় হবে ভকতি, ইষ্ট পদে দৃঢ় রতি, দূরে যাবে দুর্ম্মতি যতন কর সর্ব্বথা। ধ্রু
পরশে পরশ মণি, লৌহ কাঞ্চন গণি, সৎ সঙ্গের এই ফল হবে কি অন্যথা॥ ১
বিষয় বাসনা যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে, রামচন্দ্র মুক্ত হবে অনায়াসে যাবি তথা॥ ২

—:***:—

রাঃ বাগেশ্রী কানেড়া তাঃ মধ্যমান।

মদন তরঙ্গে উলঙ্গে নাচে শিব সবে বামা॥
চঞ্চলা সুস্থিরা গতি, মহামেঘ প্রভা ভাতি, হরে সুধাকর দ্যুতি এরূপ মাধুরী সীমা॥
গলিত চিকুরে ঢাকা, ভালে অর্দ্ধ শশী রেখা, নয়নে অম্বুজ সখা উদয় করেছে॥ দশনে রসনা ধরা, অবতংশ শিশুবরা; বদনে সুধার ধারা শবকর কাঞ্চী দামা॥ ১
সদ্য ছিন্ন শির ধরা, তীক্ষ্ন অসি অভয় বরা, মুক্তাকরা মুণ্ডহারা আনন্দে দুলিছে। রক্ত জবা পদে লাজে, মণিময় নূপুর বাজে, রামহৃদি সরোসিজে বিরাজে দক্ষিণা নামা॥ ২

—:***:—

রাঃ কামোড়া তাঃ জলদ তেতালা।

অন্তরে অন্তর কালী নিরন্তর তারে দেখো।
অন্তর্ব্বাগে জাগী ভাবি পাবিরে পরম সুখো॥

বাক্য মন অগোচরা বলে তারা শূন্যে থাকো,
সে কথা নাথের কথায় তুমিত মাথায় রাখো॥

মন্ত্রার্থ ধ্যান গোচরা, মূর্ত্তিময়ী সে সাকারা,
তারে বলে নিরাকারা একি বিড়ম্বনা। জ্ঞানচক্ষু অন্ধ
যার, বলে ব্রহ্ম নিরাকার, এইত সিদ্ধান্ত তার কেত
কাম্মী বহির্ম্মুখো॥ ১

তত্ত্বমসি মহাবাক্য, ব্রহ্মজীবে বলে ঐক্য, তাকে
হয় পূর্ব্বপক্ষ উপাধি মায়ার॥ সোহং বলে মায়া
দাস, নাহতে উপাধি নাশ, লোকে করে উপহাস,
লাজ নাই সে দেখায় মুখো॥ ২

যথা ব্রীহি তুসে বাস, নাহয় নাশে অষ্ট পাশ,
কভু ব্রহ্ম কভু দাস ম্লেচ্ছের আকার॥ মৃত্যুঞ্জয় যার
দাস, সে কালী হইতে ত্রাস, একি কথা সর্ব্বনাশ
কারে কব মনো দুখো॥ ৩

সুসিন্ধু সাধক সঙ্গ, পরমার্থ রস রঙ্গ, করিকর
সুপ্রসঙ্গ সন্দেহ নিরাশ॥ অবিদ্যা সুবিদ্যা হবে,
কে তুমি জানিতে পাবে, রামচন্দ্র হবি তবে কালীপদে
উন্মুখো॥ ৪

—:*****:—

রাঃ কানেড়া তাঃ জলদ তেতালা।

শিব আরাধিতা কালী পদ কর আশা॥

আজন্ম মায়ার ঘরে যতনে করিছ বাসা॥

অনাদি কুকর্ম্ম যোগ, জন্মিল তোর ভব রোগ, পাপ পুণ্য করি ভোগ অখণ্ড হয়েছে দশা॥ ১

জ্ঞানশূন্য ব্রহ্মজ্ঞানী, ধ্যান শূন্য তথা ধ্যানী, অলসে না হলি কর্ম্মী নিষ্কর্ম্মীর প্রায়॥ নাহিক ভক্তির লেশ, মুক্তি পথে সদা দ্বেষ, তুইত পাপীর শেষ হলি ধর্ম্ম কর্ম্ম নাশা॥২

সতসঙ্গে নাহি রাগ, অসৎ সঙ্গে অনুরাগ, অসত্যে হয় সত্য ভাব সত্যে নাস্তিকতা॥ এই অনুমান কর, নাহি হবে জন্মান্তর, নর হয়ে হলি পর রামচন্দ্রের এই ভাষা॥ ৩

—:***:—

রাঃ বেহাগ তাঃ জলদ তেতালা।

ঘন ঘন ঘটা ছটা স্থির দামিনী, কামিনী কান্তোপরে॥

হেরি নখচন্দ্র শোভা, লজ্জিত চন্দ্রের প্রভা, লুকাইল অরুণ আভা পাদপদ্ম তলে ডরে॥ ধ্রু

নীল কমল বলি, মকরন্দ আশে অলি, ঝঙ্কারে করিছে কেলি পদ তলে তার। রজত শিখর পরে, মহামেঘ প্রভা হরে, হেরিলে চাতক উড়ে, নাচে ময়ূরী ময়ূরে॥ ১

মুক্তকেশী কেশে ঢাকা, মুখ অকলঙ্ক রাকা, বিচিত্র কি চন্দ্ররেখা কপালে তাহার। উদয় মিহির-বারুণ, সুপ্রকাশ ত্রিনয়ন, নাশায় মণি রতন, প্রেমাশ্রু চপলা ঝরে ॥ ২

করবাল মুণ্ডকরা, সব্য দক্ষে অভয়বর, কর্ণে শোভে শিশু মরা শিরোহার উরে ॥ করের মেখলা পরি, দন্তাগ্রে রসনা ধরি, অনুপমা কে সুন্দরী, হাসিতে অমিয়া ক্ষরে ॥ ৩

মহা শ্মশানে বিহরে, মহা যন্ত্রে ত্রিপঞ্চারে, দিগম্বরী দিগম্বরে আনন্দে বিহরে। শিবা রব ঘন ঘোর, দুখের নাহিক ওর, রামচন্দ্র তনু তোর দক্ষিণা-শান দক্ষিণা দেরে ॥ ৪

—:+:—

রাঃ বেহাগ তাঃ জলদ তেতালা।

রতিরস রঙ্গিনী চর হৃদয়ে, বিহরে হৃদয়াম্বুজে ॥

জলদে তড়িত মাখা, তাহে মিশাইয়া রাকা, তেজোময়ী তেজে ঢাকা আপন সুখে সে বিরাজে ॥

বাক্য মনের নাহি গতি, অব্যক্তা অচিন্ত্য শক্তি, যার যেমন বুদ্ধি গতি ভাবে তেমনি ॥ মন্ত্র অর্থ ধ্যানা ভাবে, চিদানন্দময় বোধে, জ্ঞাননেত্রে সুপ্রকাশে ধন্য নরে তারে ভজে ॥ ১

ভাবনায় ভাবনা হরে, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, মনোনেত্র নাহি ফেরে রূপ হেরি তার ॥ দেখি শ্যামা

পদ দ্বন্দ, উদয় পরমানন্দ, শূন্য হয় কামগর্ব্ব কহে রামচন্দ্র দ্বিজে ॥ ২

—:+:—

রাঃ বেহাগ তাঃ জলদ তেতালা।

কুরু করুণাময়ী কিঙ্করে করুণাবলোকন ॥

হয়ে আশুতোষ দারা; ধরেছ বাপের ধারা, একি বিপরীত তারা লুকাইলা করুণাধন ॥ ধ্রু

রামচন্দ্র অকিঞ্চন, সাধন স্মরণ হীন, কিরূপে পাইবে ত্রাণ নাহিক উপায় ॥ অক্ষম হইয়াছি ভবে, গতিহীনের কি হইবে, বঞ্চনা করিলে শিবে দাঁড়াইতে নাহি স্থান ॥ ১

—:+:—

রাঃ বেহাগ তাঃ হরিতাল।

ঘরে কালী তোর হের মহাকালে বসিয়া ॥

তীর্থাটন উচ্চাটন, মনোধৈর্য্য ধরিয়া, হর স্পৃগ তৃষ্ণা সংসঙ্গ আগে করিয়া ॥

অহঙ্কার কন্যা মায়া, তনয়া প্রবৃত্তি জায়া, ঘরে আছে তোর সন্তান লইয়া ॥ পুণ্য পাপ নাম তার, মায়ে ছায়ে দূর কর, যুক্তি কালী নাম করে করি দেও তাড়িয়া ॥ ১

ধন্য চিৎ শক্তি তনয়া, নিবৃত্তি নামেত জায়া, জ্ঞান বিজ্ঞান তনয় কোলেতে করিয়া ॥ আনিয়া ভা-বের ঘরে, রামচন্দ্র যত্ন করে, সোদর বিবেক তার স-ঙ্গের সঙ্গী হইয়া ॥ ২

রাঃ বেহাগ তাল হরিতাল ॥

সকল অবসর হওরে তনু মন সঁপিয়া ॥

যাবেরে যখন প্রাণ তনুগেড় ভাঙ্গিয়া ॥ দিবেরে তখনি মন্ত্রণা তব ভুলিয়া ॥

হবি যখন ঘটান্তর, সেকালে বিপদ ঘোর, স্বাভাবিক আপন ভাব ভুলিয়া ॥ প্রাক্তন কর্ম্মের ফল, উদয় হবে সকল, ভাবিবি কি কালী কাল ভয়ে ভয় পাইয়া ॥ ১

রামচন্দ্র জ্ঞান হীন, কেমনে সে দীনের দীন, মুক্ত হবে একারণ দেহে থাকিয়া ॥ অতএব বলি মন, এশরীরে সে সাধন, কালী কালী বলিও কালীর পদ ভাবিয়া ॥ ২

—:***:—

রাঃ বেহাগ তাল হরিতাল ॥

আনন্দময়ী নিরানন্দ দূর কর গো ॥

চিদানন্দ ময় কর, সকল সংশয় হর, অন্তর বাহিরে অভেদ রূপ হও গো ॥ মূলাধার সহস্রার ভাবে এক ঘর কর, জ্ঞানেরে বিজ্ঞান ধামে লইয়া ॥ ষট্‌চক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ, মিলাও হংসহংসী দশ শত দলে রও গো ॥ ১

তত্ত্বমসি মহাবাক্য, তার ফলে হও ঐক্য, শক্যার্থে লক্ষণা দূরে করিয়া ॥ সত্য আর বিজ্ঞান আনন্দ, ঘুচাও গো তাহার দ্বন্দ, রামচন্দ্র নাম এই উপাধি তার হর গো ॥ ২

রাঃ ভৈরব তাঃ একতালা ॥

মনো মতের সমাজে আমি শুনেছি সিদ্ধান্ত কথা ॥

অভাবের স্বভাব; না হয় নিত্য ভাব, ভাবের ভাব সে কি হয় অন্যথা ॥

হইলে স্ববিদ্যা; জানে মহাবিদ্যা, নতুবা অবিদ্যায় প্রমাদ ঘটে ॥ অস্তি নাস্তি জ্ঞানে, শূন্য তত্ত্ব মানে, যারে তারে ব্রহ্ম মানে সর্ব্বথা ॥ ১

আগম নিগম; না হয় সুগম; দুর্গম তাহারি বিচার কথা ॥ নাহি অধ্যয়ন; ব্রহ্ম নিরূপণ, করিতে চায় খেয়ে লাজের মাথা ॥ ২

যে মানে অদ্বৈত; সে নহে অদ্বৈত; না হয় সঙ্গত তাহারি কথা ॥ সগুণ নির্গুণ; না হয় কথন; রামচন্দ্র মনগত এই ব্যথা ॥ ৩

—:***:—

রাঃ ধানেশ্রী তাল মধ্যমান।

আরে আমার মনরে কি চিন্তা তোমারে।

শ্রীনাথ পসারি তোমার ভবের বাজারে ॥

শ্যামা নাম চিন্তামণি, নাথ দিয়েছেন আপনি, অমূল্য রতন ধন ব্যাপারের তরে ॥ ১

ব্যাপারি যতেক আছে, বেচাকেনা তারি কাছে, দ্বিগুণ ব্যাপার করি পোদ্দার হয়েছে। চিন্তামণি পুঁজি তব, ব্যাপারে সুগম সব, বৈসরে ব্যাপার করো আপনারি ঘরে ॥ ২

হইয়া ব্যাপারি দড়, বুঝিয়া ব্যাপার কর, সন্তাষিয়া মহাজনে কেনো সওদা তারো। লেনা দেনা সুক্ষ্ম কর, কমির আশা পরিহরো, বাড়িবে পুঁজি তোমার কহে রাম নরে॥ ৩

—:✻✻✻:—

রাং সিন্ধু তাল একতালা।

জ্ঞান কর্ম্ম ফল ছাড়ি ভজ কালীকা রে মন।
হবে হেতু শূন্যা কালী ভক্তি মুক্তির পর টীকা রেমন॥

জঠরানলেতে যেমন, ক্রমে নাশে করো ভোজন, তেমনি ভক্তির আছে শক্তি পুণ্য পাপ নাশিকা রে মন॥ ১

যাবে দুর্জ্জর ভব ব্যাধি, রামচন্দ্রের মহৌষধি, ভক্তি রস সহ পান নাথের গুটিকা রে মন॥ ২

ইতি প্রথম খণ্ডে শ্রীভবানী বিষয়ক
গীতাবলি সমাপ্তা॥

—:✻ ✻:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:****:—

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রচিত।

—:****:—

আগমনী।

রাঃ ধানাশ্রী, তাং আড়া।

গিরিরাজ হে আনিতে উমারে, কে
যাবে পাঠাব কারে, কৈলাস শিখরে॥

শত্রু পুঞ্জ হৈল নষ্ট, মৈনাক সকল জ্যেষ্ঠ, অবশিষ্ট
ছিল সেতো, গত সিন্ধু নীরে॥

দেবর্ষি নারদ আসি, মম সন্নিধানে বসি,
কহিল যে সব কথা কি কব তোমারে॥

ভিখারী দুহিতার পতি, সদাই যার অসঙ্গতি,
লম্বোদর সেনাপতি সুত যার ঘরে॥ ১

গত নিশি অবসানে, উমারে দেখি স্বপনে, ডাকে
মৃদু স্বরে আমায়, মা আছগো ঘরে! পিতা মাতা
আছে যার, তার কি এই ব্যবহার, আপনি আসিতে
নারি, লোক লজ্জা ভরে॥ ২

শরদে শারদা বিনে, কিরূপে বুঝাব প্রাণে, কহ
কহ গিরিবর কে আছে হে ঘরে। বিশেষ মায়ের
প্রাণ, আশায়ে আছে ধারণ, অবশ্য আসিবেন
উমা, সংবৎসর পরে॥ ৩

বিষাদে বিষাদ করে, মেনকা না ধৈর্য্য ধরে, অচল সচল হয়ে চলিলা সত্বরে। কহে রামচন্দ্র দ্বিজ, ভিলেক না সহে ব্যাজ, যে জানে সে জানে দুর্গা, জাগে যার অন্তরে॥ ৪

—:***:—

রাঃ ধানাশ্রী. তাল আড়া;

ওহে নগরাজহে রহিতে নারি ঘরে,
শরদে শারদা বিনা হৃদয় বিদরে॥

আন্‌চান্ করে প্রাণ, সুস্থির না হয় মন, দাবাগ্নি হরিণী যেন, ব্যাকুলা অন্তরে॥

সবে মাত্র এক ধন, নয়নে নবীনাঞ্জন, অঞ্চলে রতন নিধি, বিধি দিল মোরে। কি বলিব বিধাতারে, দেখি তারে সংবৎসরে, দুঃখ পারাবার সদা উথলে অন্তরে॥ ১

নারদে বিনয় করি, কয়েছেন উমা আমারি, তনয়ার শুনি দুঃখ, সইতে নাকি পারি। জনক ভুপতি যার, দুঃখিনী নন্দিনী তার, বন্ধু যার রত্নাকর, বাস হিম ঘরে॥ ২

শ্মসানে জামতার ঘর, ভস্ম ভুষা দিগম্বর, ভুত প্রেত পরিবার, শিরে গঙ্গা ধরে! তনয়া রাজকুমারী, তার কি সম্ভবে নারী, শুনি তায় মাথায়, ভস্ম দিগম্বরি করে॥ ৩

বন্ধুহীন কুলাচারে, কন্যা দিলাম অবিচারে, জামাতা মমতা শূন্য, ভুলিলা দুর্গারে। মেনকা বাৎসল্যে ভাষে, চলিলা হিম কৈলাসে, রামচন্দ্র ঐ আশে, ডাকয়ে দুর্গারে। ৪

—:***:—

রাঃ সিন্ধু, তাঃ আড়া।

দুর্গা কি ভুলিলি মাগো আমারে এ বার!
উন্মাদিনী কান্দে রাণী, বলে অনিবার॥

স্বপনে কি জাগরণে, জাগে দুর্গা যার মনে, দুর্গা বিনা মনোদুঃখ, কে জানিবে তার॥ ১

রাণী অনিমিষে চায়, কৈলাসের প্রতি ধায়, শরদের দিন যায়, ভাবে বার বার॥ ২

রামচন্দ্র দীনে ভাষে, দুর্গাপদ রজ-আশে, দুর্লভ মানব তনু, হইবে কি আর॥ ৩

—:***:—

রাঃ সিন্ধু, তাঃ আড়া।

আসিতে বিলম্ব কেন হইল রাজার,
কে যাবে আনিবে উমার শুভ সমাচার॥

শরদের দিন গত, মনেরে বুঝাব কত, দুর্গাকে করিবে জ্ঞাত, যে দুঃখ আমার॥ ১

দুঃখিনী জননী বলে, দুর্গা যদি গেল ভুলে, মহেশ যে ভোলা ছেলে কি দোষ তাঁহার॥ ২

গত প্রায় শরদ কালো, রামচন্দ্রের দিন গেল, দুর্গা যদি কর ছল, কে করে উদ্ধার॥ ৩

রাঃ ললিত তাল আড়া।

যাবহে নিশি প্রভাতে, হিমালয় এসেছেন আমায় লইতে। পতি আশুতোষ যার, দোষ গুণ তুল্য তার, তথাপি শ্রীমুখ আজ্ঞা বিনা কি পারি যাইতে॥

কি কব জননীর দুখ, বিধি তারে বৈমুখ, ছলে শত পুত্র তার হরিল তাবত। মা বলিতে নাহি ঘরে, সে দুঃখ কহিব কারে, বিদরিয়া যায় হিয়া মায়েরে মনে করিতে॥ ১

আছে পিতা মাতা যার, সে জানে যন্ত্রণা তার, অনাদি পুরুষ তুমি নাহিক তোমার। হতপুত্রা মমমাতা, তুমিত তারি জামাতা, এইত উচিত হয় যাই চল দুজনাতে॥ ২

পুরুষ রতন তুমি, তোমায় কি কব আমি, আমার যে দোষ গুণ সকলি বিদিত। নিবেদন রাঙ্গা পায়, অবিলম্বে দিন যায়, অনুমতি কর হর জনক ঘর যাইতে॥ ৩

অনুমতি দিলশঙ্কর, যাইতে জনক ঘর, আনন্দে আনন্দ ময়ীর আনন্দ অন্তর। কহে রামচন্দ্র নর, বিলম্ব কি আছে আর, অচল চলহে চল দুর্গা লয়ে কৈলাস হইতে॥ ৪

—:+:—

রাঃ কালেংড়া তাল আড়া।

এলেগো এসোগো দুর্গা মঙ্গলা আমার, দুঃখ

দূরে গেল হেরি বদন তোমার। তাপের তাপিত দেহ দহে নিরন্তর, শীতল করগো দুর্গা মা বলিয়ে একবার ॥

অনেক সাধের তুমি তোমার লাগিয়া; করেছি কঠোর তপ বিধি আরাধিয়া। কুলদ্বয়ানন্দ করি তুমি গো আমার; নয়ন পুত্তলি দুর্গা প্রাণের আধার ॥ ১

সংবৎসর আছি আশা পথ নিরখিয়া, আজ সে পূরিল আশা ও মুখ চাহিয়া। উথলিল আনন্দের সুখ পারাবার; নাহি উপকূল তার বাড়ে অনিবার ॥ ২

মঙ্গলারে মঙ্গলিয়া লয় শ্রীমন্দিরে; আনন্দের নাহিক ওর হিমালয়পুরে। আনন্দময়ী নন্দিনী ভবনে যাহার; সকল সুখের নিধি বিধি দিল তার ॥ ৩

সার্থক জীবন তার সে দেহ ধারণ; শরদে শারদা পদ করে আরাধন। কহে রামচন্দ্র দ্বিজ জন্ম নাহি তার, শিব উক্ত সেই মুক্ত ঘুচিল সংসার ॥ ৪

—:***:—

রাগ বাগেশ্রী কানেড়া তাল মধ্যমান।

আজ কি আনন্দ; গিরীন্দ্র; আনন্দময়ী ভবনে ॥ সব দুখ দূরে গেল; বিধি নিধি মিলাইল; সৌভাগ্য উদয় হলো মঙ্গলার আগমনে ॥

শরদে শারদা ঈশা, প্রসন্ন যে দশ দিশ; সুপ্রকাশ হয়েছে নিশা স্বচ্ছন্দ হৃদয়। আনন্দময়ীরে হেরি; সব শোক পরিহরি; মহাসুখী নরনারী সুযতন করণে ॥ ১

ভুবনে সৌভাগ্য যার; বিল্বদল সহকার; রক্ত-জবা গঙ্গাবারি দিল শ্রীচরণে। সার্থক জীবন তার; মুক্ত ভব কারাগার; ভবে না আসিবে আর কহে রামচন্দ্র দীনে ॥ ২

—:।:—

রাঃ বাগেশ্রী কানেড়া তাল মধ্যমান।

গিরি উমা সঙ্গে, প্রসঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে। সর্ব্বদেব তেজ দেহ, জটাজুট শিরোরুহ, আমার উমা নয় এহ দেখ দেখি মুখ চেয়ে ॥

কণক চম্পক দামা; অতসী কুসুমোপমা; এই নাকি সেই উমা সংশয় আমার। উমা চতুর্ভুজা ছিল, দশ ভুজা কবে হৈল; হিমগিরি সত্য বল কর ছল পতি হয়ে ॥ ১

দেখি একি বিপরীত; পদে জম্ভাসুর সুত; তারে করে অস্ত্রাঘাত উমা কি আমার। আর একি চমৎকার, পদে মহাসিংহ তার; সঙ্গে সুর পরিবার এল দেব কন্যা লয়ে ॥ ২

রক্তজবা বিল্বদলে; পূজে স্বর্গ মহীতলে, তারে গিরি কন্যা বলে ভাব চমৎকার। দ্বিজ রামচন্দ্র বাণী, শুনহে নগেন্দ্র রাণী; এইত তব নন্দিনী ভাবে লও সম্বরিয়ে ॥ ৩

—:+:—

রাঃ বাগেশ্রী তাল আড়া।

হেরিয়ে হরগো দুর্গা দুর্গতি আমার; তুমি মহা-
মায়া তব মায়ায় দহে অনিবার। অনাদি কুকর্ম্ম যোগ;
তাপত্রয় করি ভোগ; না হয় শান্তি ভব রোগ; মহিমা
মায়ার॥

যদ্যপি অনাদি সিদ্ধ; জীব সে অবিদ্যা বাধা;
নাহিক জীবের সাধ্য করিতে উপায়। তোমার ইচ্ছা
প্রবলা, সৎসঙ্গে হয় মেলা, সেইতো ভবের ভেলা
আশ্রয়ে উত্তীর্ণ কর॥ ১

তুমি কর্ত্রী আমি দাস, কহিতে হয় উপহাস,
নিবেদনে নাহি ত্রাস কলঙ্ক তোমার। রামচন্দ্র পশু
নর, তারে অঙ্গীকার কর, দিয়ে দাস্য কর্ম্মভার তার
আপন কিঙ্কর॥ ২

—:***:—

রাঃ সুরট তাল আড়া।

বল মা হরের ঘরে, কেমনে আছিলা দুর্গা কৈ-
লাসশিখরে। জামাতার নাই ধন, ফণি মণি আভরণ,
প্রতি দিন ভিক্ষাটন কোচনী নগরে॥

বসন অভাবে হর, হয়েছেন দিগম্বর, কখন ক-
খন পরে শার্দ্দূল অম্বর। চিতাভস্ম কলেবরে; বিষ
চিহ্ন কণ্ঠে ধরে, সপত্নী তোমার তারে ধরিয়াছে
শিরে॥ ১

মেনকা বাৎসল্য জানে, ব্রহ্মময়ী নাহি জানে, আপন কন্যা করি মানে দুর্গারে নিশ্চয়। রামচন্দ্র এই ভাষে, দুর্গাপদ রজ আশে, জন্মে জন্মে দাসের দাসে, দেখা দিয় তারে॥ ২

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডং সম্পূর্ণম্।

—:***:—

তৃতীয় খণ্ড।

—:***:—

শ্রীকৃষ্ণস্য রাসলীলা বর্ণনা পদাবলী।

—:***:—

রাঃ হাম্বির তাল খয়রা।

মাইরি গৌরচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র উদয় ভকতকে সমাজ, রাজত সব লাজত, অবকোটি মদন।

করুণা কিরণ করি বিথার, নাশত হৃদি অন্ধকার॥ বরিখত হরিনামামৃত, তাপত্রয় ভব খণ্ডিত, গত অদভূত রাকাপত পতিত চরণ॥ ১

প্রেম ভকতি নির্ম্মল যশ, বিস্তারিত কিয়ে দশ দিশ। শীতল গুণে জগদানন্দ, তাপিত রহে রামচন্দ্র, পণ্ডিতনকে রাজা সোই লোচন হীন॥ ২

—:***:—

রাঃ হাম্বির তাল খয়রা।

উৎকণ্ঠিতা।

মাইরি শরদ চন্দ্র, প্রেমানন্দ, পূরণ মণ্ডরী ভেরী শোভা, সুখসিন্ধু সিন্ধু তনয়া মুখ॥

নব কুঙ্কুমারুণ সুন্দর, অতি নিরমল সুশীতল কর, বিরহিনীগণ নয়ন পাপ, অন্তর বহুদেত তাপ, দেখ উড়পত, অদভুত; রজনী মুখ॥ ১

বৃন্দাবন বনকে শোভা, রমণী কুল মনকী লোভা, বংশীবট পুলিন মাঝ, ভেয়িরী আজু সুখ সমাজ, পায়ে লাল মদন রাজ, আজুকে সুখ ॥ ২

প্রফুল্ল মল্লিকা কুসুমদাম; পেখী মুরলী পুরত শ্যাম, অনুকুল ভেয়ী যোগমায়া, নিকসতী সব গোপ জায়া, ধাই বৃন্দা বিপিনে, রামচন্দ্রকে মন সুখ ॥ ৩

—:***:—

রাঃ হাম্বির তাল ত্রিওট।

আলিরে শ্রীনন্দ নন্দন, আজু পুলিনে বাজাওত বংশী ॥

মোহন মুরত শ্যাম, সুগত সুন্দর ঠাম, সুললিত অনুপম, মন মোহেরি, রতিপত মুরছত, ভুবনকি যোষিত, ভুলিগেয়ী নিজপত, বন নিকসী ॥ ১

তনমন আনছান, বিনাদরশন কান, ব্যাকুল ভেয়িরী প্রাণ, না রহে মেরি ॥ লেচলো যাঁহা শ্যাম, সকল পুরণ কাম, উৎকণ্ঠিত কবি রাম কাহে বসি ॥ ২

—:* *:—

রাঃ ইমন তাল খয়রা।

পুলিন বনে আজু বাজেরে, ছুন ছুন ঘন নাজি মুরলী শ্যাম সুন্দর কি ॥

ব্রহ্মানন্দ সুখকে দুর, প্রেমানন্দ সুখ প্রচুর, সনাহি শ্রবণানন্দ পুর, বনিতা কুল কি ॥ ১

বংশীবট সন্নিধান, হরত বেণু গোপী প্রাণ;
মহারাসারম্ভী কান, বিপদ মদনকী ॥ ২

কহতহিঁ কবি রামচন্দ্র, পুলকিত তনু প্রেমানন্দ,
চলতহিঁ সবী গোপী বৃন্দ, ব্রজ মণ্ডলকী ॥ ৩

—:×:—

রাঃ ইমন তাল খয়রা।

শুনরি সখি বন বাজেরি, গত অদ্ভূত নন্দকে
সুত করসে বজানে হার ॥

বংশীকে ধুনী মদন কদন, ছাইরি সুব পুরহি
গগণ, ব্রহ্ম কটাহ করত ভেদ, বাজত অনিবার ॥ ১

গরজত ঘন মন্দ মধুর, স্তম্ভিত জল বহ্নি সমীর,
পুলকিত খগনগ জম পশু, বরিখে অমিয়া বার ॥ ২

বেণুনাদ শ্রবণামৃত, উদ্দীপন নন্দকে সুত, পু-
লক প্রেম ভাবাদভুত, বহত নয়ন বার ॥ ৩

চরণে শরণ রামচন্দ্র, বাসাবত্তী শ্রীগোবিন্দ,
বহুলা পুজিনে গোপী বৃন্দ, আই ভুবন নার ॥ ৪

—:।:—

রাঃ ছায়ানাট তাল তিওট।

বনে বাজে অতি দূর, বেণু সুমন্দ মধুর ॥

ত্রিভুবন মোহে স্বরে, কোন্ নারী ঘরে রবে,
ভুলে পড়ি সন্তীর খসে কটির মেচুর ॥ ১

আনছান্ করে প্রাণ, স্থির না হয় মন, বুঝা
গোপ বধুর ইকি, অনঙ্গ অঙ্কুর ॥ ২

কবি রামচন্দ্র ভাষ, উৎকণ্ঠিতা এই রস, না পূ-
রিবে মনের আশ, বিঘ্নের প্রচুর ॥ ৩

—:×:—

রাঃ ছায়ানাট তাল তিওট।

তন মন ধন প্রাণ মেরি, হরলিয়ে কান ॥

ভবন ভাঁয়ে কাহেঁ; দিন পুলিনমে রহেঁ; নয়ন
নয়ন চাহে, বয়ানে বয়ান ॥ ১

গেঁয়ে গুরুজন ডর; অভয় ভেয়ে অন্তর, উমড়
ঘুমড় জিয়া, করে আনচান ॥ ২

উৎকণ্ঠিতা ইয়াকো নাম কহতো শ্রীকবি রাম,
বংশী বজায় শ্যাম, সুমধুর তান ॥ ৩

—::।::—

রাঃ কানোড়া তাল আড়া।

চলোরি চলোরি সখি আজু শুভ ছন মানি,
আহরি ভুবনাঙ্গনা; শুনি মুরলীকে ধুনী ॥ মধুর মুরলী
রব; পরাভব মন ভব; কাহে তুড় বতি অব; কুলকো
গৌরব মানি ॥

রুন্ধন ভোজন কোই ছোড়ি লোচনাঞ্জন।
ছোড়ি কোই অঙ্গরাগ, অঙ্গকে উদ্বর্ত্তন;। গোরস সু-
রস শিশু মুখপর ছোড়; ওছোড়ি পতিকে সেবা; বেদ
মারগ রোধিনী ॥ ১

বসন ভুষণ সবী উলট পলট ভেরী। বিসর গেরী
বিসর সুরত না আই ॥ প্রাণ মন জান তিন হর

দিয়ে; মুরলী কাহুকে না কহে কোই; যোগমায়াকে বঞ্চিনী ॥ ২

কহে কবি রামচন্দ্র করি অনুমানে, সাধন সিদ্ধাকে রিত এহি মত পুরাণে। মহারাস করতহি নিত্য সিদ্ধাকে লিয়ে, জুগত সোঁ কঁহি মহারাজা, সোঁ শ্রীশুক মণি ॥ ৩

—:****:—

রাঃ ছায়ানাট তাল হরিতাল।

উৎকণ্ঠিতা রাস বিলাপ।

কুলে কলঙ্ক করিল, শ্যামের মুরলী ॥

ভাগ্যহীনা গোপী তারে, পুলিনে আনিতে না রে, বন্ধুবর্গে রাখে তারে বন্ধন করি ॥ ১

দুঃসহ কৃষ্ণ বিরহ, অশুভ নাগিল সেহ, ধ্যানে পুণ্যময় দেহ হরিল তারি ॥ ২

পাপ পুণ্য নাশে তারি, গুণময় দেহ ছাড়ি, যোগী যেন যোগ করি পাইল হরি ॥ ৩

রামচন্দ্র অনুগত, যার বুদ্ধে কৃষ্ণ প্রাপ্ত, প্রমাণ শ্রীভাগবত রয়েছে তারি ॥ ৪

—:****:—

রাঃ কানেড়ার মাজ তাল খয়রা।

শুন সই ঐ বাজে পুলিনে মুরলি, শ্যামেরো এখন কি করি, রইতে নারি, চলহে চলিলাম বিপিনে ॥

পূর্ণ ইন্দু কুমুদ বন্ধু উদয় হয়েছে গগণে। শ্রীবৃ-
ন্দাবনে আজু হয়েছে কি শোভা কিরণে॥ ১

শরদে প্রফুল্ল মল্লিকা কুসুমে গন্ধা মোদিতা
রজনী। মলয়াচল দিনোমন্দ মধুর পবনে॥ ২

শুনি শুনি বংশীরো ধ্বনী রমণীর রতিপতি জা-
গিল। কৃষ্ণ গৃহীত মনাচলে ভুলিয়া আপনার স্বগণে॥৩

রামচন্দ্র যার কর্ম্ম মন্দ রহিল মায়ার ভবনে।
কি হবে গতি যে জন বঞ্চিত হইল শ্রবণে॥ ৪

—:***:—

রাঃ পরজ তাল আড়া।

আজু কেন ঘন বেনু বাজে নিশিতে।
আকর্ষণ করে প্রাণ নারি রহিতে॥

জল বায়ু বহ্নি স্তম্ভ, পাষাণ হইল অস্ত, খগ মৃগ
পুলকাঙ্গ বেনু নাদেতে॥ ১

হৃদয়ে প্রবেশ করে, ব্রহ্মানন্দ সুখ হরে, প্রেমা-
নন্দ সুখোদয় করে বেনুতে॥ ২

পতিব্রতার ব্রত ভঙ্গ, বাড়িল মদন রঙ্গ, কহে
কবি রামচন্দ্র হইল যাইতে॥ ৩

—:*:—

রাঃ বসন্ত তাল আড়া।

হরিরূপ অপরূপ চল দেখিতে।
নিরমিল বিধি তারে উবসে নিভৃতে॥

যে দেখেছে একবার, মনোনেত্র নহে তার, সে কি গো কখন ঘরে পারে থাকিতে ॥ ১

ভুবনমোহন চাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ, ধরি কুলবধূ ধরে নয়ান বাণেতে ॥ ২

লইয়ে রামচন্দ্র সঙ্গে, বৃন্দাবন চল রঙ্গে, কালা কি ঘুচাবে জ্বালা কি কাজ গৃহেতে ॥ ৩

—:***:—

রাঃ কানেড়া বাহার তাল খয়রা।

অভিসার।

চল সই রাই কানু সকাশে। বিলাবে পুলিনে মহারাসেশ্বরী, সঙ্গে সহচরী রূপে কোটী শশী প্রকাশে॥

স্থলপদ্ম জয়ী পাদপদ্ম সুধাকর কর নখরে। মণি মঞ্জির তায়, যেন কুহরে হংস সারসে ॥ ১

পূর্ণ ইন্দু বদন মণ্ডল ঘনঘটারত কুন্তলে। উর হারাবলী যেন চপলা প্রকাশে আকাশে ॥ ২

শ্রীঅঙ্গ রাগগন্ধামোদিত মধু আশে পাশে ভ্রমরি। রামচন্দ্র মনোপাদপদ্মাসব পান রভসে ॥ ৩

—:।:—

রাঃ ছায়ানাট তাল ধিমাতেতালা।

নবরঙ্গী কিশোরী চলিলো ভেটিতে মুরারি ॥

প্রেমমদে ঢর ঢর, ভুলি গুরুজন ডর, শ্যাম সোহাগিনী শ্যামের গরব করি ॥ ১

সখি অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে, আবেশে অবশ হয়ে, চলিতে না পারে সেতো রাজকুমারী ॥ ২

কবি রামচন্দ্রের আশ, ওপদে হইতে দাস, অভিসারে এই রসে মিলিবে হরি ॥ ৩

—:***:—

রাঃ বেহাগ তাল আড়া ॥

চলে রাস মণ্ডলে শরদ রজনী সৈ রমণী ভুলাইলে ॥ হংস শ্রেণী মুগ্ধা বালা, বেরেইল চাঁদের মালা, ঢাকিয়া চাঁদের আলা উদয় ভূতলে ॥

বসন ভূষণ শোভা, শ্রীকৃষ্ণের মনোলোভা, চকিত চপলা প্রভা গজগামিনী। গুরু জনার নাহি ভয়, প্রেমামদে চরোচর, কবি রামচন্দ্র নর চন্দ্র চলিলে ॥ ১

—:***:—

রাঃ বেহাগ তাল আড়া ॥

চলে পুলিন বনে। মুরলী ধ্বনী শুনি ধনি শ্রবণে ॥ সচকিতা বেনু পথে, চলে সবে যুথে যুথে, ব্যস্তপরা ব্যতিক্রমা বস্ত্র ভূষণে ॥

রন্ধন ভোজন ত্যাগী, কৃষ্ণমনা অনুরাগী, নাহি ডাকে কেহ কারে আয় গো সখি আয়। বেনুরো বিচিত্র রঙ্গ, পতিব্রতার ব্রত ভঙ্গ, কহে কবি রামচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনে ॥ ১

—:***:—

রাঃ পরজ মালকোষ তাল আড়া ॥

অভিসার গোপিনী আগমন ॥

গোপীগণের আগমন, হইল যথা শ্রীনন্দ নন্দন ॥

পুলিনে চপলা মালা, উদয় গোপের বালা, ঘনঘটা শ্যাম কালা ভুবনমোহন ॥

মুগ্ধা মধ্যা গোপীগণে, বেণুনাদ উদ্দীপনে, আইল পুলিন বনে কান্ত সন্নিধান। শ্রুতিকন্যা মুনি-কন্যা, ভুবনেতে মান্যা ধন্যা, আর এলো দেবকন্যা একত্র মিলন ॥ ১

যুথে যুথে যুথেশ্বরী, অঙ্গ ভূষা হেরি হেরি, আপন আপন সহচরি নিন্দে পরস্পর। কৌতুকে কৌতুক বৃদ্ধি, পাইয়া পরম নিধি, হইল নিজ কার্য্য সিদ্ধি করি দরশন ॥ ২

কবি রামচন্দ্র কয়, নাহি গুরুজন ভয়, লোক লজ্জা নাহি রয় প্রেমের লক্ষণ। কৃষ্ণ কৃপা করে যারে, সেকি ত্রিভুবনে ডরে, ঘরে হইতে বাহির করে করে আকর্ষণ ॥ ৩

—ঃ+ঃ—

রাঃ পরজ মালকোষ তাল আড়া ॥

উৎকণ্ঠিতায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি ॥

বেণু করি আকর্ষণ, আনিলো যত কুলবধূগণ ॥

আর এক অসম্ভব, করিয়া বেণুর রব নর নারী করে শব, মোহে ত্রিভুবন ॥

বিচিত্র বেণুর গানে, আকর্ষিয়া গোপী প্রাণে, আনে নিজ সন্নিধানে রাস মণ্ডলে ॥ পতি পিতা ভ্রাতা তারে, যতনে রাখিতে নারে, নির্ভয় হয়ে অন্তরে করে আগমন ॥ ১

গোকুলের অনেক নারি, পিতা ভ্রাতা পতি তা-রি, রাখে দ্বার বন্ধ করি নির্গম না হয় ॥ ধ্যানে কৃষ্ণ চিন্তা করি, গুণময় দেহ হরি, পাপ পুণ্য পরিহরি পায় দরশন ॥ ২

রামচন্দ্র এই কয়, ভক্তিতে ভাবের উদয়, তবে সে অন্তরে হয় প্রেমের উদয় ॥ দূরে যায় ভক্তি মুক্তি তবে হয় কৃষ্ণ প্রাপ্তি, নহিলে কাহার শক্তি দেখে শ্রীচরণ ॥ ৩

—:+:—

রাঃ বেহাগ তাল আড়া ॥

রাস রসে রসাভাসে নন্দ নন্দন, জিজ্ঞাসেন গোপীকাগণে। কহ কহ সুমঙ্গল, ব্রজের মঙ্গল বল, আইলা যমুনা কূল, পুলিনে কার অন্বেষণে ॥

ঘোররূপা এ রজনী, ঘোর সত্ত্ব নিষেবিনী, তো-মরা কুল রমণী পুনঃ ব্রজে যাও ॥ পিতা মাতা ভ্রাতা পতি, ব্যাকুল হইয়া অতি, নানাস্থানে করে গতি পরিশ্রান্ত অদর্শনে ॥ ১

শুনহে বেদের মর্ম্ম, পতিব্রতার এই ধর্ম্ম, পতি সেবা বিনা কর্ম্ম নাহি আর তার ॥ পতি বন্ধুবর্গ যত,

হবে তারি অনুগত, এইতো সতীর রীত বৈদিকে লৌকিকে মানে ॥ ২

নারী উপপতি করে, সদা ভয় তার অন্তরে, শুনে দোষ মানি করে, কলঙ্ক তাহার ॥ সর্ব্বত্র অযশ গায়, মৈলে স্বর্গ নাহি পায়, জীবনে মরণ প্রায় অখ্যাতি রহে ভুবনে ॥ ৩

শুনিয়ে কৃষ্ণের কথা, গোপিকার অন্তরে ব্যথা, লাজে করি হেটমাথা কান্দে অনিবার ॥ পদনখে ক্ষিতি লিখি, রামচন্দ্র হৈল দুঃখি, করনা উত্তর সখী এখন কি ভয় মনে ॥ ৪

—:+:—

রাঃ বেহাগ তাল আড়া ॥

রাসে গোপ্যুক্তি ॥

বিনয়ে গোপিকা কহে প্রাণ নাথ, কেন করহে বঞ্চনা ॥ পুরিয়া বেনুর গানে, সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষণে, আনিয়া পুলিন বনে উচিত কি বিড়ম্বনা ॥

বন্ধুবর্গ পরিত্যাগী, তব পদে অনুরাগি, হয়ে হলেম দুঃখভাগী করুণা তোমার ॥ নাথ যদি উপেক্ষিলে, নাহি আর যাব গোকুলে, প্রবেশি যমুনা জলে অগ্নিকুণ্ডে ত্যক্ত প্রাণা ॥ ১

তুমি নাথ বেদ বক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মের তুমি শাস্তা, নাহি তোমার কথার আস্থা একি অবিচার ॥ পাদপদ্ম নিকট হৈতে না পারি ব্রজে যাইতে, অবলা সরলা তাতে নাহি কর বিবেচনা ॥ ২

তুমিতো প্রাণের পতি, তোমা বিনা নাহি গতি ইথে কি অবলার ক্ষতি কলঙ্ক তোমার॥ শুনিয়ে গোপীর উক্তি, প্রসন্ন গোপীর পতি, রামচন্দ্র মাগে ভক্তি গোপীপদ বাসনা॥ ৩

—::×::—

রাঃ জয়জয়ন্তী সুরট তাল ঝাঁপতাল॥

রাসরস বর্ণনা॥

সখি হে যমুনা তটে বংশীবট সন্নিকটে; পুলিনে শ্রীরাধা সহ বিহরে রাসে হরি॥ রচিত মণি মণ্ডপে, শোভে চন্দ্রাতপে, খচিত মণি কাঞ্চনে রতন বেদিকোপরি॥

উদিত সুধাংশু করে, বৃন্দাবন শোভা করে, বিকচে কুসুম কলি গন্ধামোদিত করে॥ স্বর্ণময় বৃন্দাবন, যমুনা জল নীল ঘন, কুমুদকুল পরিমলে ঝঙ্কারিছে মধুকরী॥ ১

শ্রীঅঙ্গ রাগ রুচি জলদ মহিমাহরে, হরিদ্ হরিতাল ছবি পীত পট কটিপরে॥ বদন সুধাংশু পরিপূর্ণ মণ্ডল হরে॥ অরুণ নয়নাম্বুজে, মনসিজে মোহে নারী॥ ২

মণি মুকুট বিজয়ী শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে॥ ভালে অলকাবলী বংশী মধুরাধরে॥ শ্রবণে মণি কুণ্ডলে কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি॥ হার বনমালা গলে, নাচে ত্রিভঙ্গ করি॥ ৩

রক্তজবা নিন্দি নবরাগ চরণাম্বুজে॥ লাজে নখরে শশী রত্ন নূপুর বাজে, কন্দর্প দর্পহরে হেরিরূপ মাধুরী, শ্রীরামচন্দ্র কবি রাধাপদে কিঙ্করী॥ ৪

রাঃ জয়জয়ন্তী সুরট তাল ঝাঁপতাল॥

আজু বৃন্দাবনে যমুনা পুলিন বনে নন্দকে নন্দন মদনমোহে সখি॥ রাসে রাসেশ্বরী তাকিয়ো সহচরী, তাকিয়ো অঙ্গনা মিলিত মঞ্জরী ভেরী॥

গোপনকে কামিনী হৈমকান্তি মণি॥ ঘেরি চৌতুর সখি স্থকিত সৌদামিনী॥ রতন আভরণ তন হার উররাজতী রেসমকে সাড়ি, সুচিত্র চুনারি ওঢ়ি॥ ১

মরকত মণি নিকর শ্যামসুন্দর বর, মিথুনকে প্রথম জীমুত নবকান্তি ধর॥ তামো পীতাম্বর তড়িতকে জ্যোতি হর॥ রূপকে ভূপ গোপিনকে শোভাহরে॥ ২

সোহে বনমাল উরহার গুঞ্জাকেরি॥ কুসুম আভরণ তনকণ্ঠে কৌস্তুভ ধরি॥ অঙ্গ ত্রিভঙ্গ সুবঙ্কিম লোচন॥ শিরসি চূড়া শিখিপিচ্ছ সোহে চন্দ্রমা॥ ৩

উদয় রাকারুণ ছায়ে বৃন্দাবন॥ কানকে মুরলি ঘন বোলহিঁ ছনছন॥ গলিত পাষাণদ্রুম, মোহে পশু পক্ষিগণ। চলিত দুকুল কুল ভুবনকে নারীগণ॥ ৪

ভয়েরি মূরতি মতি রাগ সহ রাগিণী, বাজে বহু যন্ত্র যাঁহা গোপিনী যন্ত্রিণী। নাদ গত ভেদ সুর

ব্রহ্মপুর ছায়েরী, প্রণত কবি রাম হৃদি বাজে রাসে-শ্বরী ॥ ৩

—:***:—

রাঃ জয়জয়ন্তী সুরট তাল কাওয়ালী ॥

সখি সুখমে পরম সুখ ধাম ॥ অখিল রসামৃত মুরতি যুবতী নয়ন মনকি অভিরাম ॥

নবীন কৈশর, নটবর সুন্দর, কমনীয় বদন শ্যাম। রতিপতি মোহন, বল্লভী জীবন, নন্দকে নন্দন নাম ॥ ১

ব্রহ্মানন্দ সুখ, বৈমুখ অনুভব, প্রেমানন্দ পরি-ণাম। রামচন্দ্র তনুমন রঞ্জন, রূপ পদ পঙ্কজ রুজ ক্রাম ॥ ২

—:***:—

রাঃ বেহাগ তাল খয়রা।

নর্ত্তক রাজ ॥

রাসমণ্ডলে সই নাচে নব নাগর ঐ নাগরী ॥ মণি নির্ম্মিত স্তম্ভ বিক্রম, জবা কুসুমাবলী বিভ্রম, চন্দ্রাতপ চন্দ্রমণ্ডল মুক্তা সারি সারি ॥

মরকত মণি চিত্রিতাঙ্গ, বঙ্কিম ভ্রু ত্রিভঙ্গি ভঙ্গ, বঙ্কিম লোচন পঙ্কজ বঙ্কিম চূড়াধারী। বঙ্কিম করে বংশী বদনে, বাজিছে রতন নুপুর চরণে, উরসিহার পীতাম্বর গোপিকা মনোহারী ॥ ১

পুলকিত হেমকান্তি গৌরী, ত্রিভুবনে একা ঐ গো

সুন্দরী। নীলাম্বরী মরি কি মাধুরী, উপমা নাহি তা-হারি॥চরণ কমলে কমল লাজে, পদতলে জবা কুসুম রাজে। বাজে নূপুর মধুর২, শ্রবণে মোহে মুরারি॥ ২

নাচে চারিদিকে মুগ্ধা রমণী, করে কঙ্কন কটি কি-ঙ্কিনী॥ বাজিছে চরণে নূপুর ধ্বনী, শ্রবণে মধুর মাধুরী॥ করতালি করে বাজে, মৃদঙ্গ দৃমিকি দৃমিকি বাজে; মৃদঙ্গ করুণ করজয় শ্রীরাধে ঘন ঘন বাজে মুরলি॥ ৩

রাসমণ্ডলে সুপ্রকাশ, রমণীগণের পূরিল আশ, গোপীদ্বয় মধ্যে বাস, রাসোল্লাসে চাতুরী। কহে কবি দ্বিজ রামচন্দ্র, নর লীলায় একি রাস রঙ্গ, ব্রহ্ম রাত্রি সীমা ইথে, লীলা এক ঐশ্বরী॥ ৪

—:***:—

রাঃ বেহাগ তাল খয়রা।

ছাড়ি রাস মণ্ডলী অন্তর্ধ্যান করেন হরি করি চাতুরী॥ বাড়িল মদন রঙ্গ, রাস রস দিয়ে ভঙ্গ, করি শ্রীরাধিকা সঙ্গ চলে মুরারি॥

প্রায় মধ্য রাত্রি গতা, পথশ্রান্তে পরিশ্রান্তা, ঘোর কান্তারে কান্তা হরি শরণী। কহে রাজনন্দিনী, কৃষ্ণেরে স্বাধীন জানি, যথা মনে লও আমি চলিতে নারি॥ ১

শুনিয়া প্রিয়ার বাণী, নায়কের চূড়ামণি, কহে শুন বিনোদিনী আরো নাই উপায়; স্কন্ধে কর আরোহণ, অদূরে বিশ্রাম স্থান, করিতে চরণার্পণ লুকাইলা হরি॥ ২

যুথে যুথে গোপীগণ, করি কৃষ্ণ অন্বেষণ, ভ্র-

নিতে জনিতে বন আইলেন তথা। শুনি প্রধানার ভাষা, গোপিকার নবম দশা, রামচন্দ্র কর আশা, প্রাণ নাই তারি॥

—:***:—

রাঃ বেহাগ তাল আড়া॥

কোথা গেলে নাথ হে নন্দ নন্দন রাস মণ্ডলী ছাড়ি॥ করিয়া বংশীর গান, আকর্ষণ করি প্রাণ, বিনা অপরাধে বধ অবলায় করি চাতুরী॥

কি করিব কোথা যাব, কিরূপে তোমারে পাব, ঘোর কাননান্তরে কারে জিজ্ঞাসিব। তুমিতো প্রাণের সখা, প্রাণ রাখো দিয়ে দেখা, না যায় জীবন রাখা তোমার না দেখিয়ে হরি॥ ১

রামচন্দ্রে একি কয়, এ তোমার উচিত নয়, নাহি লোককলঙ্ক ভয় আপনার হবে। অবলা সবলা বালা, নাহি জানে প্রেমজ্বালা, তারে মজাইল কালা ঘরের বাহির করি॥ ২

—:* *:—

রাঃ বেহাগ তাল আড়া।

সদয় উদয় হরি মৃদু হাসি আসি অধিষ্ঠান রাসে। শুনিয়ে গোপীর গীত, পরম আনন্দ চিত, হয়ে গোপী অনুগত লয়ে গোপী রাস রসে॥

পীতাম্বর বনমালী, প্রবেশি রাস মণ্ডলী, রাস রসে কুতুহলী গোপীর বসে। সাধিন ভর্তৃকা রসে, রাম-

চন্দ্র ভবোল্লাসে, দেখে হৃদিপদ্ম কোষে পাদপদ্ম রক্ষো আশে ॥ ১

—:❋❋❋:—

রাঃ বেহাগ তাল আড়া।

সম্ভোগরস!

আজু সুখ সর্ব্বরী। মেঘ শশী একই রূপ কিশোর কিশোরী ॥ বিচিত্র মদন রঙ্গ, নাহি রতি সুখ ভঙ্গ, আলসে অবশ অঙ্গ রূপ মাধুরী ॥

স্বর্ণময় বৃন্দাবনে, বজ্রবেদী সিংহাসনে, কুসুম শয্যা শয়নে মদন জাগায়। নিত্য লীলা অনুসারে, শুকসারি গানকরে, ময়ূর পিক কুহরে সুস্বর করি ॥ ১

যমুনা নীল নীরদে, কুমুদ প্রকাশে হ্রদে, ভ্রমর ভ্রমরী নাদে শ্রবণ জুড়ায়। প্রফুল্ল কুসুম বন, সৌগন্ধ বহে পবন, প্রকাশে শশি কিরণ প্রসন্ন করি ॥ ২

নিত্য বৃন্দাবন নাম, কৃষ্ণের বিশ্রাম ধাম, নাহি তাহে অন্যকাম গোপ গোপিকার। রামচন্দ্র এই কয়, পুরুষার্থ তুচ্ছ হয়, কৃষ্ণলীলা রসাশ্রয় মুক্তি কিঙ্করী ॥ ৩

—:❋❋❋:—

রাঃ বেহাগ তাল আড়া

হরি মনোরঞ্জনী অলসে বিলাসে শ্যাম উরসি। শ্যাম মরকত প্রভা, প্যারি কাঞ্চন শোভা, জলদে লুকাইল শশী ॥

বৃন্দারণ্যে কল্পদ্রুম, অধোরত্ন সিংহাসন, শয়ন করিল সুখে কুসুম শয্যায়। হইল মধ্য রাত্রি গতা, শুক সারি কহে কথা, লুকাইল পৃষ্ঠানি যথা, সেবা পরায়ণা দাসি॥ ১

অলসে আবেশ অঙ্গ, বাড়িল অনঙ্গ রঙ্গ, রাহু যেন ত্রিপদ গ্রাসি উথলে প্রেম জলধি। আনন্দের হইল অবধি, রামচন্দ্র কবি হৃদি, কমলে ঐ দিগ্‌বাসী॥ ২

—:***:—

রাঃ বেহাগ তাল তিওট।

নন্দ কিশোর উর রাধা ধরি ইঁয়; পুলকিত তন মন, উপজে আনন্দ ঘন, যমুনা পুলিনে মদন জয়ী ভেঁয়ী ইঁয়॥

মরকত মণি শ্যাম, গৌরী কাঞ্চন দাম, তড়িত জড়িত জীমূত শোভা হরি ইঁয়॥ ১

রূপকে ভূপকাণ গৌরী রূপকে ধাম, চণক প্রমাণ দ্বো এক রূপ বনি ইঁয়॥ ২

কান্তা কান্তাকে হৃদি, ভেয়েরি সুখ সমাধি, প্রেম জলধি নিরবধি মন ফুলি ইঁয়॥ ৩

সম্ভোগ অলস রস, অঙ্গ অনঙ্গে অলস, রামচন্দ্রকে হৃদি কমল প্রঘটি ইঁয়॥ ৪

ইতি তৃতীয় খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণস্য রাসলীলা বর্ণনা পদাবলী সম্পূর্ণম্।

—:+:—

চতুর্থ খণ্ড।

—:❋❋❋:—

দেওয়ান মহাশয় রচিত।

—:❋❋❋:—

ভবানী বিষয়ক গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল একতালা।

রিপু বসে কুরসাভিলাষেতে মুগ্ধ হয়েছে মনঃ আমার; হিতাহিত কিঞ্চিৎ না হয় বিচার॥

মত্ত করিবর যেন, কুপথে ভ্রময়ে মনঃ, বিবেক অঙ্কুশ বিনে গতি নাহিক ইহার। ১

দুর্ম্মতি দুর্গতিহরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা, তব কৃপা কটাক্ষ কিরণে নাশে অজ্ঞান আন্ধার॥ ২

কর যদি অকিঞ্চনে, করুণা করুণাগুণে, ঘোষে ত্রিভুবনে মা অসীম মহিমা তোমার॥ ৩

—:+:—

রাঃ টৌরী, তাঃ আড়া।

হের ময়ি দীনে, প্রপন্ন অধীন জনে, কে আছে তারিণী ত্রিভুবনে তোমা বিনে। দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী অম্বে, জগদানন্দদায়িনী জগদম্বে, তনয়ে তার কৃপাবলম্বনে॥

উমে ত্রিপুরহরজায়া, সুরেশ্বরী হরপ্রিয়া, অভয়া অসীমা তব মহিমা কে জানে। কমলে বিমলে, শশধর ভালে, গৌরী গিরিশ-গেহিনী গিরিবালে, ভবজঞ্জালে ত্রাহি অকিঞ্চনে॥

—:***:—

রাঃ টৌরীঃ তাঃ ছোট চৌতাল।

ময়ি গুণহীনে, কৃত অঘপীনে, মতি মলিনে, নয়ন নলিনে, হের দুর্গে দীনে। প্রপন্ন অধীনে, কে তারে মা বিনে, করুণাবতারণে, শমন বারণে, অপার সংসার পারাবার ত্রাহি অকিঞ্চনে॥

—:+:—

রাঃ টৌরী, তাঃ কাওয়ালী।

কিবে রূপ জগত মোহিনী, জগদম্বে প্রপন্ন জন ভয় বারণ কারণ হলে মহিষমর্দ্দিনী। সৌদামিনী জিনি হাটক বরণী, বদনে ঝলকে কত শত ভাস্বরমণি; বিবিধ আয়ুধ করে, পদভরে কম্পিত ধরণী॥

একরূপে কত গুণ প্রকাশ করেছ তারা, মহেশ মনোহরা, রিপুগণ ত্রাস করা, সুরাভয়প্রদা সাধকজন মনোল্লাসিনী। অনন্ত মহিমে বেদে শুনি কহে অকিঞ্চনে, তৃণ মহিষ নাশিতে এত আড়ম্বর কেনে, কটাক্ষ লবেতে তব বিশ্বলয় হয়গো জননী॥

—:***:—

রাঃ টোরী তাল আড়া।

মৃগরাজোপরে বিহরে কে সমরে। দশ করে বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে॥ তপ্তহেম বরণী, ত্রিভুবন মোহিনী, সুরগণ অভয় বিতরে॥

অসংখ্য যোগিনী, বেড়িয়ে করে জয়ধ্বনি মাঝে চন্দ্রাননি রূপে দিক্ আলোকরে। অকিঞ্চনে কহে এই, হয়েছ কারণ জন্মী বিশ্রামগ আমার অন্তরে॥

—:***:—

রাঃ আলিয়া তাল কাওয়ালী।

জগদ্ধাত্রী দুর্গে, সাধক জন মনোবাঞ্ছা পূরণ কারণ রূপ ধরিলে। মৃগেন্দ্রোপরে কিবা, প্রফুল্ল কমলরুচা, হয়ে আশুতোষে তুষিলে॥

হেম বরণি পূর্ণেন্দু বদনি রূপে জগত উজ্জ্বল করিলে। অনন্ত মহিমে, তব সীমে, কেবা জানে নিজ মায়াতে ত্রিলোক মোহিলে॥

দুস্তর ভবেতে ত্রাণ পায় দীন অকিঞ্চন, করুণা নয়নে হেরিলে॥

—:** *:—

রাঃ সিন্ধুভৈরবী তাল আড়া ঠেকা।

চিন্ময়ী সনাতনী নির্গুণা চৈতন্য রূপিণী, কে বুঝিতে পারে তব অতি গহনা॥ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর করি ধ্যান, না পায় সন্ধান অস্মাদি কি গণনা॥

সগুণ রূপ সাধন, নিগমাগম প্রমাণ, হরমনো মোহিনীরূপ হৃদয়ে ভাবনা। করিয়ে অবলম্বন, লভিয়ে নির্ম্মল জ্ঞান, হবে প্রাপ্তি অন্তে অকিঞ্চনের যে কামনা ॥

—:***:—

রাঃ সিন্ধুভৈরবী তাল তেতালা কাওয়ালী।

ত্রিপুরা সুন্দরী তারা, ত্রিভুবনৈক নিস্তারা, তুমি পরাৎপরা ভবদারা। অসার সংসার ধারা, ত্বংহি দুর্গে সারাৎসারা ॥ কি জানিব তত্ত্ব আমি জ্ঞানহারা ॥

অজরা অমরা বরা, ত্বংহি বিশ্বপরাৎপরা, ভবে অকিঞ্চন কালভয় বারা ॥

—:** **:—

রাঃ সিন্ধু তাল ঠেকা।

মা আমি বিবিধ যন্ত্রণায় ভুগি। তবু নাহই বিবেকী অনুরাগী থাকি সদা অসার ঘোর বিষয়ে ॥

সংসার অনিত্য, নিত্য মায়াতে হইয়ে বদ্ধ, তব তত্ত্ব ধর্ম্ম হারাইয়ে। মা এখন নিকট হেরিয়ে কাল, ভয়েতে ব্যাকুল, ডাকি হও সানুকূল, অকিঞ্চনে দীনহীন দেখিয়ে ॥

—:****:—

রাঃ সিন্ধু তালঠেকা।

হর সাথিমূলে ত্রিপঞ্চারে বিহরে কারবামা। সুহাস্য বদনা, সুধাপানে সদা মগনা, কালরূপে দিক্ আলোকরে শ্যামা ॥

ইন্দ্রাদি বিবুধগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধাচারণ, পুটাঞ্জলি হয়ে স্তুতিকরে অবিরামা। চিন্ময়ী নির্গুণার সগুণরূপ দরশনে, দীন অকিঞ্চনের বাঞ্ছা হয় পূর্ণ কামা॥

—:***:—

রাঃ সিন্ধু, তালআড়া।

মা একি তব করুণাররীত, মাম্প্রতি হয় উচিত, মায়ায় মুগ্ধ রাখি দুর্গে ঘটাও হিতাহিত। বিনাতব প্রসন্নতা, কিহয় অজ্ঞান বারতা, বিশ্বমাতা স্বীয়গুণে যেকর বিহিত॥

যত্নাত্তম দেহদিলে, কিহবে আর ভ্রমাইলে, বিতর এবার দুর্গে করুণা কিঞ্চিৎ। তবকৃপা লেশেহয়, মমাশুভচয ক্ষয়, কৃপাদানে অকিঞ্চনে না কর বঞ্চিত॥

—:***:—

রাঃ সিন্ধু, তাল ঠেকা।

দুর্গে দুর্গতিহারিণী অনুগত প্রণত ভকত হিতকারিণী। চিন্ময়ী নির্গুণানন্ত গুণ ধারিণী॥

অপার মহিমে, বেদাগমে নাহিতবসীমে, আমি মূঢ় গুণ জ্ঞানহীন তত্ত্ব কি জানিমা। স্বগুণে করুণা দানে হইওগো চরণে অকিঞ্চনে চিত্ত চারিণী॥

—:***:—

রা মালশ্রী, তাল তেতালা।

তারগো তারা দীনে, ভজনবিহীনে, কাতরে ডাকিছে এস হেরস অম্বুজ নয়নে॥

যোগিনী জগত মোহিনী জগদম্বে, যমভয় না শিনী রূপা অবলম্বে, মা সর্ব্বেশ্বরী স্বরূপাশিনী ভবানী পরমপদ দায়িনী অনুগত জনে ॥

জঠর যন্ত্রণা রবিসুত দূত তাড়না, বারে বারে মা স্মৃতি করোনা এ ঘটনা, প্রসন্না হইয়ে কর বারনা করুণা বিতরণে।

তারিণী গতিহীনজন ত্রাণ কারিণী অসীমা মহিমা তব নিগমাগমে শুনি মামা বিশ্বেশ্বরী ভব সুন্দরী কামা দুস্তর ভবে এবার নিস্তার অকিঞ্চনে ॥

—:***:—

রাঃ মাস্ত্রী তাল ঠিওট।

যদি এসে মা মম ভবনে হেরি করুণা নয়নে গো। কুরু মম দুঃখ নিবারণ। দুর্গে দুর্গতিহরা, প্রণত জন সকল সম্পদ করা, আশুতোষ দারা তব যশঃ তারা বেদাগমে প্রসিদ্ধ প্রমাণ ॥

পূর্ব্ব কিঞ্চিৎ সুকৃতি বলে হলো মানব দেহের ঘটন, হব অনবধানে মা হইল মায়ার বন্ধন। এবার তাবিতে হবে নিরখি রূপ কি পুনঃ জনমিবে অকিঞ্চন ভাবে যে এসেছ ভবে ভবপারে কররে তরণী গ্রহণ ॥

—:***:—

রাগিণী দেওগিরি তাল ঝাঁপতাল।

দুর্গে দুরিত হরা পূর্ণ প্রকৃতি পরা, হরহৃদি উপরি চরা চার্ব্বঙ্গী মা। অসুর দল ত্রাসিনী, অমর ভয় নাশিনী, ত্রিভুবন প্রকাশিনী মা ॥

নিজ ক্রিয়া দোষে, অতি ভীত শমন ত্রাসে, শার্দ্দূল ভয়েতে কাঁপয়ে যেমতি কুরঙ্গী। কলি কলুষ গঞ্জনে, ভক্ত জন রঞ্জনে, কুরু কৃপয়া অকিঞ্চনে জ্রভঙ্গী মা॥

—:***:—

রাঃ সুরট তাল ঝাঁপতাল।

ভাগীরথী প্রণতিনেতে পদাম্বুজে হয় শমন ভয় দমন যে তব সলিলে মজে! দেব নারায়ণ, বিশ্বকারণ, যোগীন্দ্র বিবুধগণ করে যাবে ধ্যান স্বভাব করুণা গুণে ত্রিলোক নিস্তারণে দ্রবময়ী হয়ে ত্রিধারা রূপে বিরাজে॥

হরিপদ তরঙ্গিনী শম্ভূশিরঃ শোভিনী নীর রূপিণী অশেষ কলুষ বন দাহিনী, তব মহিমা কি জানে; অজ্ঞান অকিঞ্চনে; কর স্থিতি তার মুক্তি ভক্তি ভাবে যে ভজে॥

—:+:—

রাঃ আড়ানা তাল আড়া।

ওকে নাচিছে শঙ্কর হৃদিপরে এলকেশী উন্মত্ত বেশী ষোড়শী অসি ধারিণী। কিবা পদ বিহরণে, মঞ্জীর সুবাজনে, ভকত জন মন উল্লাসিনী॥

হসনে দশন, দরশনে অতি ভীষণ, রসন কম্পন রিপুগণ ত্রাস কারিণী। কালরূপে ত্রিভুবন করে আল শ্যামা অকিঞ্চন মন অন্ধকার নাশিনী॥

রাঃ আড়ানা তাল আড়া।

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গিরি নন্দিনী, গণপতি জননী গীর্ব্বাণ গণ পালিনী। বিমল বদনী উমে, বিশাল নয়নী ধূমে, বিবুধ বরদা বিশ্বজন বন্দিনী॥

সতি প্রজাপতি কন্যে, সর্ব্ব স্বরূপিনী ধন্যে, সদা সদাশিব মান্যে সুখশালিনী; অজয়ে অপরাজিতে, অমৃতে অদ্ভুতে সিতে, অনাথ অকিঞ্চন অভয় কারিণী॥

—:+:—

রাঃ আড়ানা তাল আড়া।

কে বিহরে সমরে কুল কামিনী বিবসনা ত্রিনয়নী অম্বুদ বরণী। ঘন হুহুঙ্কার ধ্বনী, বিকট ব্যাদাননী, মহাঘোর ঘন নিনাদিনী॥

শবশিশু কুণ্ডল, লোলশ্রুতি মূল, দনুজ মুণ্ডমাল আপাদ লম্বিনী। হরহৃৎপঙ্কজোপরি, চরণ সরোজ হেরি, অকিঞ্চনে কৃতার্থ দায়িনী॥

—:***:—

রাঃ সারঙ্গ তাল চৌতাল।

এমা বিশ্বেশ বিমোহিনী বিশ্বজন বন্দিনী, বিমল বদনী বিদ্ধ্য বিলাসিনী। প্রপন্ন প্রতি পালিনী, পার্ব্বতী পরমেশানী, পতিত পাবনী পশুপতি রাণী পর্ব্বতরাজনন্দিনী॥

ভবার্ণব নিস্তারিণী, ভকত ভয় ভঞ্জিনী, ভৈরবী ভবানী ভূতল বাসিনী ভুবন ব্যাপিনী। মহিষাসুর মর্দ্দিনী মহেশ মনোমোহিনী মনুজ মস্তক মাল ধারিণী অকিঞ্চন হৃদিমাঝে বিহারিণী ॥

—:।:—

রাঃ খাম্বাজ তাল ঠুংরি।

জগদম্বে গো কাতর হইয়ে তোমায় ডাকি বারে বার। তব স্বভাব করুণা বিনে নাই উপায় আমার ॥

আমি যে অকৃতি দীন, গতিহীন অকিঞ্চন নিস্তার কারণ কেবল অভয় চরণ তোমার ॥

—:***:—

রাঃ সোহিনী তাল আড়া।

নবাভ্রবরণী কার কামিনী নাচে উলাঙ্গিনী। বিকট অট্টহাস, নাহি লাজ ভয় লেশ, এলোকেশ একি বেশ রণোন্মাদিনী ॥

নারীর এমন সাজ, অসম্ভব মহারাজ, রণে নাহি কায বুঝি হবে সর্ব্ব সংহারিণী। কহে অকিঞ্চনে, কি ভাবরে দৈত্যগণে মনে, যে ভবে ভাব অন্তরে সেই ভব ভাবিনী ॥

—:****:—

রাঃ সোহিনী তাল কাওয়ালী।

শৈল সুতে স্মর হর দয়িতে, শিশু শশধর শিরঃ শোভিতে; শমন সদন গমন বারন কারণ স্মরণ তোমার মা।

সুরাসুর শুভাশুভ দায়িনী শিবে, সাধক শর-ণাগত সম্পদ বর্দ্ধিনি সর্ব্বেশ্বরী শ্যামাসুন্দরী শঙ্করি অকিঞ্চনে তার মা ॥

—:❀:—

রাঃ মোহিনী তাল কাওয়ালী ॥

তার গো তারিণী এমা আমারে মা আমি মূঢ়-মতি অতি গতি রহিত যদি বিতর করুণা গো এজনে তবে সে মহিমে জানিবে জগজ্জনে ॥

কৃপা অবতারিণী, গিরিরাজ নন্দিনী শঙ্কর গেহিনী। গণপতি জননী হয়ে কৃপণতা কেন করিছ মা কৃপা বিতর অকিঞ্চনে ॥

—:+:—

রাঃ মোহিনী তাল আড়া।

ত্রিপুরা ত্রিলোক তারা ধরাধর নন্দিনী ● হাস্য-যুত পূর্ণেন্দুবদনী হর মোহিনী ॥ প্রকৃতির পরা বিশ্ব-সারা সুরবন্দিনী ভবহৃদিচরা বরা ধারাধর বরণী ॥

দশকরা নানা অস্ত্র ধরা; রিপু ভয়ঙ্করা অজরা অমরা অমরে বরাভয় দায়িনী। ভবাব্ধি নিস্তারা; নিরা-কারানন্দ রূপিণী; দীন দুঃখহরা অকিঞ্চন দর দারিণী ॥

—::×::—

রাঃ মুলতান তাল একতালা ॥

প্রার্থনা এই মা তব। ভয় পদে করি। আর মায়া জালে মুগ্ধ রাখি যাতনা নাদিও শঙ্করি ॥ কালবশে কাল

বিফলেতে গেলো; ঐ যে নিকটে আইল গো কাল; মম ক্রিয়া বল বিদিত সকল; কি বলে বল তরি ॥

সুখ অভিলাষ; দুঃখ সুপ্রকাশ; তথাচ না হয় মম ভ্রম নাশ; অজ্ঞান বিষ সেবনেতে মত্ত পীযুষ পরিহরি; কিঞ্চিৎ প্রসন্না হয়ে দেহি সুবিমলা মতি মাম্প্রতি অকিঞ্চন সয় কালে যেন মুখে বলে হরি হরি ॥

—:****:—

রাঃ মুলতান তাল তেতালা কাওয়ালী ॥

পড়েছি শঙ্কটে নিজ দোষে গোমা;উদ্ধার তারিণী। কাল যে নিকটে এলো; তরি কি সাহসে গো এখন যে ভুলায় আমায় রিপুরসে গো মা ॥

দীন নিস্তারিণী; পতিত উদ্ধারিণী; সব বিপদ নাশে তব কৃপা লেশে গো মা! যশো গো পুরাণে ভাষে; করুণা যদি প্রকাশে; পায় অকিঞ্চন ত্রাণ ভব-পাশে গো মা ॥

—:****:—

রাঃ মুলতান তাল আড়া ॥

করুণা নয়নে হের এদীনে সগুণে ভবাঙ্গনে। তব কৃপা যোগ্য জন নহে; ব্রহ্মা আদি দেবগণ; হয়ে বামন অজ্ঞান আশা শশীপর শনে ॥

রজত লৌহ আদি হেম; পরস নিকটে সম; এই হেতু নয় বিষম কটাক্ষেতে অকিঞ্চন ॥

রাঃ খাম্বাজ তাল আড়া।

ভীমাঙ্গিনী নিবিড় নীরদ বরণী। দিগ্‌বসনী প্রতিপদ বিহরণে কম্পিত ধরণী॥ এত নয় সামান্য রমণী॥

বিগলিত কেশী; উন্মত্ত বেশী; অট্ট হাসি; দশনে চমকে যেন তড়িত শ্রেণী; বিশাল হুহুঙ্কারে; ত্রিলোক চকিত ভয়ে; দৈত্যগণ মূর্চ্ছিয়ে পড়ে অবনী॥ কালী ব্রহ্মময়ী অবলীলায় এ রণে হইবে জয়ী হইও কালে অকিঞ্চন কাল শমনী॥

—ঃ×ঃ—

রাঃ খাম্বাজ তাল আড়া॥

সিংহবাহিনী ত্রিশূল ধারিণী হসিত বদনী ত্রিনয়নী মহিষমর্দ্দিনী। রূপে জগত মোহিত; ত্রিভুবন প্রকাশিত; একত্র উদিত শত স্থির সৌদামিনী॥

গন্ধর্ব্ব সিদ্ধাচরণ; পুটাঞ্জলি দেবগণ, ভয়েতে পাইয়ে ত্রাণ করে জয়ধ্বনী। দাস অকিঞ্চন আশ, নাশ মম ভব পাশ, তবে সে বিশেষ যশ প্রকাশ তারিণী॥

—ঃঃ+ঃঃ—

রাঃ ঝিঁঝিট তাল আড়া

অজ্ঞান ভাবেতে দিনতো গেল বহিয়ে মা চরমে কি হবে শিবে। বিষয়ে মগন, সে কেবল বিড়ম্বন, দুর্গে নাহয় চেতন, মায়া কুহকে ভুলিয়ে॥

মানস তামস অতি, কুরসাভিলাষে রতি, না চিন্তয়ে জনন মরণ দেখিয়ে। স্বভাব করুণা গুণে প্রসন্না হইবে দীনে; অকিঞ্চনে ত্রাহি দুর্গে জ্ঞানদা হইয়ে॥

—:×:—

রাঃ বেহাগ তাল তিওট॥

আহবে নাচে কার কামিনী, অতি ভীমা পদভরে কাঁপিছে ধরণী। বিকট অট্টহাস, প্রকাশ সৌদামিনী, ঘোর বারি বাহ বরণী॥

করে ধরে অসি, রিপু রাশি, অনায়াসে নাশি' অসিতামর দর্প হারিণী। শ্যামা ক্রিয়াভেদে নানা রূপ ধর, হর ঘরণী, নাকর বঞ্চিত অকিঞ্চন ভব তরণী॥

—:+:—

রাঃ কানড়া তাল তিওট॥

জলদ বরণী কেরে বামা ঘন হুহুঙ্কার রবে দনুজ সংহারে। বাম করদ্বয় শিরাসি শোভয় অন্য ভয় বরে রিপু মুণ্ডমালে শশীখণ্ড ভালে বিশাল রূপ ধরে॥

কেরে লোলরসনা, বিকট দশনা, রুধিরাশনে নিরত মগনা বিবসনা অতি ভীষণা, দেখে রূপ ভয়ে তনু শিহরে॥

অকিঞ্চনে এই কহে, ব্রহ্মময়ী জয়ী হবে, সমরে প্রণয় জানিবে কৃপা বিতরিবে বসে মনান্তরে॥

—:****:—

রাঃ বাগেশ্রী তাল তেতালা ॥

বিবসনী কেরে বামা, নবজলধর বরণী শ্যামা। করাল বদনী রিপু ভয়ঙ্কর নাদিনী, বিশাল নয়নী কি ভীমা ॥

আপাদ লম্বিত কেশী, সমরে উন্মত্ত বেশী, সর্ব্বশিব উরসি নৃত্যতি অবিরামা ॥

ব্রহ্মময়ী কালীরূপা, কুরু অকিঞ্চনে কৃপা, নি-র্গুণে অনন্ত গুণ ধামা ॥

—:※※※:—

রাঃ তাল তিওট ॥

কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী গো হেরি ত্রিভুবন জন আনন্দিত মন পুলকে করে জয়ধ্বনী। দশ ভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে, কটিতে কিঙ্কিনী ॥

শিশু শশী ভালে, চাঁদের কুন্তলে মণিতে সু-বেশী। পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন, অ-ঞ্চলে দোলে গজমুক্তার শ্রেণী ॥ অরুণ রঞ্জনী কর শোভিত চরণ নখ অকিঞ্চন ভবাব্ধিতরণে তরণী ॥

—:※※※:—

রাঃ একতালা ॥

ত্রাহি এ পাপাঙ্গে, অমৃতময়ী গঙ্গে, ত্রিধারা তরঙ্গে, ত্রিলোক পাবনী। অসীমা মহিমা তব, জানি শিরে ধরেন ভব, গোবিন্দ চরণোদ্ভব, মুক্তি প্রদায়িনী ॥

স্পর্শে তব নীর কণা, মুক্ত সগর নন্দনা, ভক্তি

তারে ভজে যে সে লভেনা কি জানি। দীন হীন অকিঞ্চনে, চরমে রাখো চরণে ভোগবতী অলকানন্দ মন্দাকিনী ॥

—:**:—

রাঃ সিন্ধু তাল মধ্যমান ॥

সুধাসিন্ধুমাঝে মণিদ্বীপে সুরতরু পরিবৃতে চিন্ময়ী চিন্তামণি পুরবাসিনী। শিবাকার মঞ্চপরে, পরম শিব পর্য্যঙ্কে বিহরে, কার বামা নিরুপমা ব্রহ্ম সনাতনী ॥

যেই পদ নিরন্তর, সেবে বিধি হরিহর, সুরাসুর নর আরো কত দেবঋষি মুনি। কিঞ্চিৎ মহিমাগুণে, অকিঞ্চনে করুণাদানে, পুরাও মনের কামনা কামদা কামরূপিণী ॥

—:***:—

রাঃ ইমন কেদারা তাল মধ্যমান ॥

কে রণে বিগলিত কেশী, নবীন বয়সী করে নর-শির অসি, কে। শবের উপরে বাস, তিমির করেছে নাশ, হয়েছে যেন প্রকাশ, কতশত শরদের শশী ॥

অকিঞ্চনে কয়, এ বামা মানবী নয়, মোর মনে এই লয়, হবে বুঝি হরের মহিষী, কে ॥

—:+:—

রাঃ আড়ানা তাল আড়া ॥

মা সুরতরঙ্গিনী, শৈলসুতা সপত্নী, শঙ্কর শির

বাসিনী, শক্তি সনাতনী। সুরেশ্বরী সুরধনী শুভ প্র-
দায়িনী। শমন শাসন ত্রয়ী সুখশালিনী ॥

এই সাধ আছে মনে শুনগো ঈশানী, চরমে
তরীরে যেন সজ্ঞানে স্মরি, গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম নাম
অনিবারে, যোগাসনে এ অকিঞ্চন ত্যজিতেছে প্রাণী ॥

—:××:—

রাঃ লুম ঝিঝুট তাঃ একতালা।

রণরঙ্গিণী, তরল তরঙ্গিণী শ্যামা হর মনোমোহিনী
ওকে ভিম ভঙ্গিণী ॥

ডাকিনী যোগিনী সব, উন্মত্ত হুহু রব, করে ধরি
যোগায় সুধা হয়ে সঙ্গিণী ॥ ১

অদ্ভুত লীলা তোমার, কি হেতু কিরূপ ধর, ব্যাপ্তি
জ্ঞান হলে পর হ্রিংময়ী উলঙ্গিনী ॥

তব তত্ত্ব দৃঢ় অতি, না জানি মা জড়মতি, অকিঞ্চ-
নের প্রতি হও করুনা পাঙ্গিনী ॥ ২

ইতি শ্রীভাণী বিষয়ক গী সম্পূর্ণম্ ;

—:***:—

পঞ্চম খণ্ড।

—:***:—

দেওয়ান মহাশয় রচিত।

—:***:—

কৃষ্ণ বিষয়ক গীত।

—:***:—

রাঃ ভৈরবী তাল আড়া ॥

করহে করুণাময় কুগতি জনে অতি গতি বিহীনে দেহি মতি শ্রীচরণে হে নারায়ণ ॥

অচৈতন্য হয়ে ছেলে, কাল গেল বয়ে, কিসে হবে শান্ত দুরন্ত কালান্ত ভয়াধুনা। কৃষ্ণ কৃপাময় যশ, বেদ পুরাণে প্রকাশ, দাস অকিঞ্চনে আশ, শেষ ত্রাস বিনাশ করনা ॥

—:+:—

রাঃ ভৈরবী তাল জদ ॥

সতত চঞ্চল মন মম বশ হয় না। কেমনে তরিবে ভবে বারেক চিন্তনা ॥

মায়াতে মোহিতাত্যন্ত, নিতান্ত কুবাসনা, ভ্রান্তি ভাবে শান্ত দুরন্ত কালে ভাবে না ॥ কালগত কালাগত, হলো হত মন্ত্রণা, অকিঞ্চন মন ক্লান্ত কৃষ্ণ কি করিবে না ॥

—:***:—

রাঃ ভৈরবী তাল ঠেকা ॥

তরিবে যদি রে ভব দুস্তর পাথার, ডাক মুখে হরি হরি হরি অনিবারে ॥

নারায়ণ জনার্দ্দন, শ্রীমধুসূদন, কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন বিনে কে জীবে উদ্ধারে ॥

কাল খোয়াইয়ে, কাল নিকটে হেরিয়ে ভয়ে, অকিঞ্চন মন কৃষ্ণপদ কর সার রে ॥

—:***:—

রাঃ সরফরদা তাল আড়া ॥

সখি একি রূপ দেখি ভুলিল আঁখি, সখিহে হরে মন আমার। যুবতী মোহন ছলে, দাঁড়ায়ে নীপ মূলে, ইহা দেখি কুল কি রহে অবলার ॥

অকিঞ্চনে ভাবে, এভাবের ভাব কেবা পাবে, রাধা শ্যাম প্রেম পারাবার অপার ॥

—:***:—

রাঃ সরফরদা তাল পঞ্চম সোয়ারি ॥

রাধাবল্লভ চরণে রে মন থাক নিরত গমন। সে পদ করিলে ধ্যান, পাইবে বিমল জ্ঞান, হবে দুস্তর ভবেতে ত্রাণ, হিত কহে অকিঞ্চন ॥

—:+:—

রাঃ সিন্ধু ভৈরবী তাল জৎ।

আরে মূঢ়মন ভজ রাজরে মজোকৃষ্ণ পদাম্বুজে।

যদি রবিজ করিবে তুমি বাজ রে । সে চরণ ধ্যান গুণ, শ্রবণ নাম রটন মন সদা ত্যজ গৃহ কাযরে ॥

কহে অকিঞ্চন, ভ্রমিলে অশুভ পুন, তবু তোমার না হয় মন লাজ রে ॥

—:***:—

রাঃ সিন্ধু ভৈরবী তাল একতালা ॥

ভুলি মিছা মায়াতে করি সদা অসারে যতন রে । ত্যজি অমূল্য রতন হরি চরণ সাধন রে ॥

হইল মন দেহ জীর্ণ, সাধনেরি বল শীর্ণ, কিসে হব উত্তীর্ণ, কালে ভাবে অকিঞ্চন রে ॥

—:***:—

রাঃ সিন্ধুভৈরবি তাল আড়া ॥

হরি তব চরণ মহিমে কেবা জানে । বিধুসনাতনে বাদ নাই যথা মিলনে ॥ যে পদে উদ্ভব বারি, ত্রিলোক পবিত্র করি, সকল পাতকী নিস্তারণে ॥

পদ শোভে গয়াসুর শিরে, কত পাতকী উদ্ধারে, সেপদ কি পাবে অকিঞ্চনে ॥

—:***:—

রাঃ সিন্ধু তাল ঠেকা ॥

হরি নাম সুধা রসেতে মজরে রসনা । কৃষ্ণ লীলা গুণের শ্রবণে শ্রুতি থাকরে মগনা থাকরে মগনা মগনা ॥

নানা কুসুম রচিত, মলয়জ সুবাসিত, অচ্যুত চরণে

কর কররে অর্চ্চনা ॥ নবঘন শ্যাম সুন্দর রূপ হেররে নয়না হেররে নয়না নয়না ॥

মমোত্তমাঙ্গ নিয়ত, হরি পদে থাক নত, স্থির হয়ে মন মম পুরাও কামনা। তবেরে ঘুচিবে অকিঞ্চনের ভবের যন্ত্রণা যন্ত্রণা ॥

—:***:—

রাঃ সিন্ধু তাল ঠেকা ॥

আমারে কত বার বার করহে বঞ্চনা; হে করুণাময় এবার করহে করুণা ॥ জঠর যন্ত্রণা, তপন তনয় তাড়না, আর না করিও ঘটনা ॥

সুদীর্ঘ সংস্থতি* স্থতি.† গতায়াতে শ্রান্ত অতি, কাতর হয়েছি অধুনা সহেনাহে। দেহি সুবিমলা মতি,স্বপদে গোলোক পতি এই অকিঞ্চনের কামনা ॥

--:+:—

রাঃ সিন্ধু তাল একতালা ॥

হরি করহে পূরণ অভিলাষ এই আমার। শিরোমে প্রণামে শ্রুতি গুণের শ্রবণে আঁখি তব রূপ সদা করে দরশন ॥

তবাঙ্ঘ্রি কমলে কর, থাকে যেন নিরন্তর, রসনা শ্রীকৃষ্ণ নাম করয়ে রটন ॥

শেষে প্রভু লয় কালে, তোমার পদ সলিলে অকিঞ্চন হরি বলে ত্যজে এজীবন ॥

---

* সংস্থতি সংসার। † স্থতি পথ বর্ত্ম।

রাঃ দেওগিরি তাল তিওট ॥

অযোধ্যানগরে, কিবা রত্ন সিংহাসনোপরে, রাজ রাজেশ্বর রঘুবর বিরাজ করে। নবীন জলদ বামে শোভে স্থির সৌদামিনী, শ্রীরাম মোহিনী বেশে সীতা জনক নন্দিনী, তপ্তহেম বরণ লক্ষ্মণ দক্ষিণেছত্র ধরে ॥

চামর ব্যজন ক্রিয়মান, ভরত শত্রুঘ্ন জাম্বুবান, বিভীষণ সুগ্রীবাদি স্থিতপুরে। পুটাঞ্জলি হনুমান, প্রেমানন্দেতে মগন, বশিষ্ঠাদি মুনিগণ, করিছে স্বস্তি বাচন; রচে অকিঞ্চন শ্রীরাম চরণ ভাবি অন্তরে।

—:❋❋❋:—

রাঃ জয়জয়ন্তী তাল একতালা ॥

অনন্ত মহিমা তব সীমা কেবা জানে প্রভু সদা-নন্দ জ্ঞানময়। সনকাদি নারদ, সদা ধ্যান করি পদ, পূর্ণানন্দ হয়ে মগ্ন হরিগুণগানে ॥

দুষ্কৃত দমন, সর্ব্বজন ত্রাণ কারণ, গুণাতীত হয়ে হওহে প্রকট স্বগুণে। কহে অকিঞ্চনে, কৃষ্ণচরণ ভজন গুণে, নাহি বাদ বিধুঘন অরুণ মিলনে ॥

—:❋ ❋:—

রাঃ মেঘমল্লার তাল আড়া ঠেকা।

অবিদ্যা ঘনে করিলে নিবিড় অন্ধকার, অহ-মিতি মমেতি নাদে গর্জ্জয়ে বারম্বার। আশাবায়ু প্রচণ্ড বহে প্রতিক্ষণ দণ্ড; সশোকা করকাবর্ষে মোহ বারি ধার ॥

পড়িয়ে দুর্যোগে হরি, অন্ধবৎ কিছু না হেরি, দেখি কদচিৎ যদাহয় চিত্তড়িৎ সঞ্চার। দুঃখ শোণিতে মূর্চ্ছিত, কভুভ্রমে মোহান্বিত এ যন্ত্রণাকিঞ্চনে কৃষ্ণ দিও নাহে আর॥

—:***:—

রাঃ আড়ানা তাল তিওট॥

বিশ্বাস করিবে যাহাতে মন; নিরন্তর কররে যতন, শেষে হবে বিড়ম্বন। দেহ স্থায়ী নয় পদ্মদল জল সমান সম্পদ নারয় নন, মজকৃষ্ণ চরণে অকিঞ্চন; অন্তপায়ী কেবল হরি আরাধন॥

—:***:—

রাঃ আড়ানা তাল কাওয়ালী।

অচ্যুত চরণ কর সাররে। যদি পাইবে নিস্তার ভবাগমি হইবে নিবার॥ যাগ যজ্ঞ আদি, বিবিধ পূজন বিধি; শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ প্রমাণ, তাহে হরি সাধন প্রমাণ ওরে অকিঞ্চন মন করিবে যতন, কৃষ্ণ পদ যেন নাভূলিও আর রে॥

—:** *:—

রাঃ সিন্ধোড়া তাল জদ॥

ওহে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু হরি তার আমায়। মানস তামস অতি, নিয়ত কুপথে গতি, আমার দেহেতে থাকি আমারে ভুলায়॥

পড়েছি ভব ঘোরে, স্বগুণে উদ্ধার যোরে,
তোমা বিনে অকিঞ্চনের কি আছে উপায় ॥

—:※※※:—

রাঃ বাহার তাল একতালা ॥

প্রভু জগন্নাথ জগতের অভিন্ন যেনো আমায়।
তবে হবে নাম গুণে হরি দীনের উপায় ॥

যদি তবাম্বুজ কমল সাধন বল কিঞ্চিত থাকিত সঞ্চয়, তবে দুরন্ত কৃতান্ত ভট জনিত সঙ্কটে নাহি হত ভয়, অন্তকালে অকিঞ্চন মন নিযোজিত করহে অভয় পায় ॥

—:+:—

রাঃ বসন্ত তাল ধামান ॥

শ্রীরাধাবল্লভ অনাথবন্ধু কর করুণাহে করুণা-সিন্ধু কাতর জনে ॥

বাল্যাদি যৌবনকাল, কুরসাভিলাসে গেল নি-কট হইল প্রভু বিশাল কাল, এখন ভরসা কেবল, তব নামেরী বল, অকিঞ্চনেরক্ষ নলিনাক্ষ হেরি নয়নে ॥

—+—

রাঃ খাম্বাজ তাল আড়া ॥

ললিত ত্রিভঙ্গ নটবর বেশে হরে মন। কিবারূপ নবঘন, তাহাতে পীত বসন, মরকত কাঞ্চনে জড়িত যেন ॥

চরণে নূপুর বাজে, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সাজে, দীন অকিঞ্চনের হৃদয় ধন ॥

—:***:—

রাঃ খাম্বাজ তাল আড়া ॥

একাগ্রচিত্ত হয়ে ভাব সদা নারায়ণ। ভদেক নৈষ্ঠিক হলে হবে কৃপাবলোকন ॥

ঐকান্তিকী ভক্তি বিনে; কি করে বহুসাধনে, দৃঢ় মনে গোবিন্দ চরণে ভজ অকিঞ্চন ॥

—+—

রাঃ আড়ানা তাল আড়া ॥

শুন রাই তোমারে কই, আমি যদি নিদয় হই, তবে কেন ভৃগুমুণি পদহৃদে লই ॥

হইলে কায়া দয়া হীন, তবে কি হই পরাধীন, গোলোক ত্যজি ব্রজে কেন নন্দের বাধা বই ॥

—:***:—

ষষ্ঠ খণ্ড।

মহাত্মা গৌরমোহন রায়ের

পদাবলী।

রাং গৌরীগান্ধার, তাঃ একতালা।

রণে কেরে বামা দিগ্বসনা। লাজ রাখেনা
বসন রাখেনা ধীর গমনা ঘোর দশনা॥
অতি বিবাদিনী দেখিতে সুন্দরী পদ্ম জিনি ত্রিলো-
চনা। গলায় মুণ্ড ভ্রুকুটি তুণ্ড অরুণ খণ্ড লোল
রসনা॥ ১

চিকুর গলিত তিমির ঝামিত নিন্দিত কালো ফণীর
ফণা। পাদপদ্মে নূপুর বাদ্যে রুনু ঝুনু রব যায়রে
শুনা॥ ২

—+—

রাঃ গৌরি গান্ধার তাঃ আড়া।

নিশুম্ভ কি দেখে এলি।
এসে রণের কথা না বলিলি॥
কি বলিব মহারাজ দেখি নয়ন টৈল ভুলি।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা কাটা মুণ্ড বলে কালী॥ ১

চারিমুখ সহস্র মুখ বসে করে কৃতাঞ্জলি। পাঁচ মুখ পদতলে পড়ে ববম২ বাজায় গালি ॥ ২

—+—

রাঃ গৌরি গান্ধার তাঃ একতালা।

দেখনা রমণী রণে আরম্ভ। মেয়ের বরণ কাল শোভিছে ভাল মলিন হোয়েছে ঘন কাদম্ব ॥

ভীষণ দশন বসন হীন, রূপের কিরণে প্রকাশে দিন, তনু প্রবিন উদর ক্ষীণ, সুকুচপীন করির কুম্ভ॥১

বক্র কুটিল নয়ন উর্দ্ধ চরণ চলিতে বারণ গর্দ্ধ* করিতে যুদ্ধ নাহিক সাধ্য হরিল বুদ্ধ হেরিগে দম্ভ ॥২

গৌরমোহন হইল ধন্দ, কি বলি আইলে করিতে দন্দ ঘটিল মন্দ চরণ দ্বন্দ্ব× শিরেতে বন্দো কেনবিলম্ব ॥ ৩

—+—

রাঃ গৌরী গান্ধার তাঃ একতালা।

কেরে এলে' কামিনী। রামা মেঘের বরণ শশীর কিরণ কমল চরণ ত্রিনয়না ॥

রুধির বাসিত অসিত অঙ্গ হাসিতে খেলিছে তড়িত লঙ্ক যুদ্ধে দক্ষ করিতে কক্ষ কি অসক্য হয় না আমি। ১

সুভুজা সুন্দরী মণ্ডধারী ইন্দু খণ্ড তুণ্ড হেরি চণ্ড মারি খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে করিছে ধ্বনী ॥ ২

---

* গর্দ্ধ লিপ্সা, স্পৃহা, বাঞ্ছা।

× দ্বন্দ্ব যুগল।

মুকুতা তুল্য বিমল দন্ত কুচপ্রবাল বরণবান্ত+ কেশ ধ্বান্ত বেশ অন্ত বড় অসান্ত বিবাদিনী। ৩

গৌরমোহন বলে ভূপতি ছন্ন হয়েছে তোমার মতি চাও যদি গতি বামার প্রতি করহে স্তুতি ক্ষান্ত মানি॥ ৪

—+—

রাঃ খাম্বাজ তাঃ একতালা।

কামিনী কে আইল রণেতে। সাগর তনয় যিনি সুধাময় বদন উদয় হইল॥

হরি (১) যিনি কটি নয়ন হরি (২) রূপ হেরি আকুল হইল হরি, রণে গিনি হরি (৩) রিপুকুল হেরি হরি প্রেতে হরি বলিল। ১

নাসা তিল ফুলে অমূল্য রতন অধর মুরতি বিম্বের কিরণ গৌরমোহন দুঃখের ভাজন চরণে জীবন সং‧পিল॥ ২

—।—

রাঃ খট ভৈরবি তাঃ জত।

এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই মা তোর মনের মতো। অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কতো॥

+ বাস্ত বমিত ওগরান।

(১) হরি সিংহ। (২) হরি সূর্য্য। (৩) হরি বিষ্ণু ইন্দ্রচন্দ্র।

জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি মনিজ দিয়ে তলীল করিলি হিসাব কোরে দেখো দেখি মা আমার দুঃখের বাকি কতো ॥ ১

ভুলাইয়ে ভবে আনিলি বিষয় বিষ খাওয়াইলি, বিষের জ্বালায় সদা জ্বলি দুর্গা বলে ডাকব কতো ॥ ২

—+—

রাঃ জুঙ্গলী রামপ্রসাদিসুর।

তাঃ একতালা।

মা রৈলে কি নিদ্রাগত। চোরে সিন্দ কেটেছে সব লুটেছে কাঙ্গালের আর বিত্তি কতো ॥

ছয় জনে একত্র হোয়ে মণিপুরে প্রবেশিয়ে কালী পদ না ভাবিতে দিয়ে মজ্জপথটা কৈসে হতো ॥ ১

—+—

রাঃ ললিত বিভাষ।

তাঃ একতালা।

কেরে দিগম্বরি দিগম্বর হর হৃদি পরে। একি অপরূপ রূপের সিন্ধু অৰ্দ্ধইন্দু শোভে শিরে ॥

চপলা যিনি হিন নয়নী চপলা যিনি দন্ত শ্রেণী চপলা যিনি শিঘ্রগামিনি চপলা রূপে আলো করে ॥ ১

অমিয়া মুখ চন্দ্রের প্রায় অমিয়া সম শ্রম জল তায়, অমিয়া যিনি পিক ভাষে গায় অমিয়া রূপে সুধাক্ষের ॥ ২

কেশরি যিনি বিক্রম জ্বালো কেশরি যিনি কঙ্কালী ক্কিগো, কেশরি যিনি নাদ সঘনো গৌরমোহন হেরি হেরে ॥ ৬

—+—

রাঃ পুরবি তাঃ একতালা।

কেরে শ্যামা সুন্দরি কালো অপরা বিগলিত কাম কেশ। বসন রাখেনা ভয় রাখেনা রাখেনা লাজের লেশ ॥

দিগম্বরি বেশে নাচিয়ে ফিরে হাসিয়া মনের তিমির হরে হেন অপরূপ না দেখি কথনো ভুবন মোহিনী বেশ ॥ ১

রাং ললিত, তাঃ একতালা।

আনন্দময়ী হয়েগো আমায় নিরানন্দ করো না।
দুটী অভয় চরণবিনা আমার মন অন্য কিছু জানে না॥

ভবানী ভাবিয়ে, ভবে যাব চলে, এই ছিল মনে বাসনা। ১

ভবের মাঝারে, ডুবালি আমারে, স্বপনেও ইহা জানি না। ॥ ২

দিবা অহর্নিশি, দুর্গা নামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না। ৩

আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরি, দুর্গা নাম কেহ লবে না ॥ ৪

রাঃ পুরবি, তাল আড়া।

নীলবরণ লম্বোদরী বর প্রদায়িনী।

চতুর্ভুজা এক জটা মস্তক মালিনী। ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান। আজানুলম্বিনী॥ ১

গৌর বলে ভাবি বসি দিবস রজনী। অন্তিমেতে পাই যেন চরণ দুখানি॥ ২

—❋❋❋—

রাং গারা ভৈরবি, তাঃ জৎ।

কি রঙ্গেতে আছরে মন মিছে সংসারে।

সঙ্গের মত ভুলিবে তারে সংসার বল যারে॥

ঘরে যেয়ে কি করিবে যাবে এখন যমের ঘরে।

হৃদয় ঘরে দেখে মারে চলরে মন মায়ের ঘরে॥

কি কাজ কর বন্দি কর, স্ববশ কর মন ঘোড়ারে।

কিছু করো বা না কর রেমন সার কর শ্যামা সুন্দরিরে॥

গৌর বলে পাগল হলেম দেখার কারণ পাগলীরে।

সে পাগলী পাগলের বসে পাগল হলে দেখবি তারে॥

সপ্তম খণ্ড।

—:***:—

তুলসি দাস প্রভৃতির রচিত।

হিন্দি ভজন।

—:***:—

রাঃ খাম্বাজ তাঃ একতালা ;

তুয়া নাম জপত লোগ জগত মাত চণ্ডিকা ভঁওানি শিব মহেশ রাণী। আগমনিগমা ধাওত নেহি পাওত মহিমা সমূহ ব্রহ্মাদি গাওয়ে মুখ চারো শ্রুতি বানী॥

বিশ্ববিচ প্রঘট ভায়ো মহিষাশুর প্রবল বীর, কম্পিত সব দেবগণ ত্রাস অধিক মানি। হা হা হা কর ফুকার আওয়ে সকল দ্বারে ঠাড় চরণ শরণ রাখলীজে মহারুদ্রানি॥ ১

আরতি ছুনি ভগতনকো চিত্ত জব কঙল ভয়ো, মহা ক্রোধ করি কবাল সিংহ রচপলানি ; চলি দেবী গর্জ্জ কে আই রণভুম বিচ ঝপটি ঝপটি হাঁক দেতা মহা যুদ্ধ ঠানী॥ ২

ধ্যান ফাঁছ বাঁধে মুল আওর গঁহেকর ত্রিশুল নয়ন অরুণ ধরহিঁ ভয়ো মারহি ভহানী। জয় জয় জয় কর

সুর ছব ঝাড়িআয়ো পুষ্প বৃষ্টি আন দাসকো তারো
আপনা অধীনা জানি ॥ ৩

—+—

রাঃ খাম্বাজ তাঃ একতালা।

লটকি লটকি চলতা মোহন আওয়ে ভাঁয়ে
মন অধরে মুরলি মধুর মধুর বাজে ;
চঞ্চল কুণ্ডল চপল দোলনি ময়ুর মুকুট চন্দ্র কলনী
মৌন্দ হাঁসনী জিয়াকো বহুনী মোহন মুরতি রাজে ॥ ১
ভ্রুকটি কুটিল কঙল নয়ন অধর অরুণ মধুর বয়না
মতি গয়ন্দ চাক তিলক ভাল পরা বিরাজে ॥ ২
লছমন দাস শ্যামরূপ নখশিখ শোভা অনুপ রসীক
ভুপ বদন নিরখী কোটি মদন লাজে ॥ ৩

—+—

রাঃ খাম্বাজ তাঃ একতালা।

অবতো মন লাগা রহু চরণ তোমহারে।
প্রভু জগন্নাথ প্যারে ॥
মথুরামে জনম লিয়ো গোকুল সিধারে।
যশমতিকো পুত্র ভয়ো নন্দ কি দুলারে ॥ ১
বৃন্দাবন বাস ছোড়ে পুরিকো সিধারে।
বৌদ্ধরূপ বয়েঠ রহো সিন্ধু কি কেনারে ॥ ২
উজল জ্যোতি জগমগাত উচ নীচ তারে।
দ্বারকণ্ডে শিব গঙ্গা গরুড় খণ্ড দ্বারে ॥ ৩
সাধুদাস কর বিলাস সীংহ দ্বার ঠাড়ে।
বার বার নিরখত হো জগন্নাথ পেয়ারে ॥ ৪

রাঃ ঐ তাঃ ঐ।

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর রঘুরাই।

রসনা রস নামলেত সান্তন্‌কো দরশ দেত বিহসিত মুখ চন্দ্রমন্দ সুন্দর সুখ দাই।

দশন দমক চঁওর চাল ভয়ন বয়ন দৃগ বিশাল ভ্রুকটি মন অদন পায় নাশীকা সুহাই॥

কেশরকো তিলক ভাল মানু রবি প্রাতঃকাল শ্রবণ কুণ্ডল ঝালমলাত রতিপতি সবিশাঁই।

গলমে সোহে মতিমাল তারাগণ উরু বিশাল মানু গিরি সেখর উপর সুরসর চলি আই॥

শ্যামরো ত্রিভঙ্গ অঙ্গ কাছনিকট কাছনি থঙ্গ মানুহ মায়াকি ছবি আপহি বনাই।

সখা সহিত সরযুবতীর বৈঠে রঘু বংশবীর হরখ নিরখ তুলসি দাস চরণন রজ পাই॥

—+—

রাঃ ঝিঝুট তাঃ একতালা।

শঙ্কর মহাদেও দেও সেওত সুর যাকে॥

ভসম অঙ্গ শীস গঙ্গ বাহন বলি অতি প্রচণ্ড গৌরি অরধঙ্গ ছঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ ছাঁকে॥ ১

লপটি লপটি জাতব্যাল উঢ়েতনা মেরগছাল মুণ্ড মাল চন্দ্রভাল দৃগ বিশাল তাকে॥ ২

পাওত নাহি পার শেষ ধাওত সুরনর মুনেস গা-
ওত গুণগণ গণেশ আদি ব্রহ্মা থাকে॥ ৩

দিনন পর অতি দয়াল করলে ডমরু বিশাল দেখ
অদভূত হাল নীলকণ্ঠ জাকে॥ ৪

বরণ প্রণত তুলসী দাস গৌরীপতি চরণ আশ
এয়ছি হরিভেক কিজো ভক্তিমস্ত তাকে॥ ৫

—+—

রাঃ খট তাঃ একতালা।

জয় জয় জগজ্জননী দেবী সুরনর মুন অসুর সেবী
ভক্তি মুক্তিদায়িনী ভয় হরণি কালিকে॥ ১

বর্ম্ম চর্ম্ম কর কৃপাণ সেল সুল ধনুক বান ধরণী ধা-
রিণী দানব দলনি রণ করালিকে॥ ২

জয় মহেষ ভামিনি অনেকরূপ গামিনী সমস্ত লোগ
পালিনী হিমশৈল বালীকে॥ ৩

রঘুপতি পদ পদম প্রেম ওলসি চাহে অচল নেম
দেত হো প্রসন্ন মাতঃ পতিত পালিকে॥ ৪

—+—

রাঃ ঝিঝুট তাঃ একতালা।

শ্রীরাম রাম রাম রাম রামা॥

রাম নাম বেদমূল, এনহুমা নেহি আওর তুল,
নাশত ভজত ত্রিবিধ সূল ছুটে ভবগ্রামা॥ ১

রাম নাম বিমল নীর শাস্তন সৎসঙ্গতির মঞ্জন নিরমল হুরিল পাওয়ে নিজ ধাম্মা ॥ ২

রাম নাম কঁওল ফুল, শাস্তন মন ভঁয়োর ভুল পীওয়ে রস ঝুল ঝুল অমৃত অনুপামা ॥ ৩

রাম নাম নৈরাকার তুলসী দাস নমস্কার দেওয়ে হরি ভক্তি সার পল পল প্রণামা ॥ ৪

—+—

রাঃ খাম্বাজ তাঃ জলদ একতালা।

ছোহি ঘড়ি ভলিঘনি যো রাম রাম কহিয়ে,
শ্রীরাম কৃষ্ণ কহিয়ে ॥

রাম নাম কহত সহজ বুদ্ধিজ্ঞান অধিক বাড়ত কেওল এক রাম নাম হিরদয়ে গাই রহিয়ে ॥ ১

রাম রূপ অতি আনন্দ নিরখত চরণারবিন্দ গমক গমক চাল চলত নিরখত ছবি রহিয়ে ॥ ২

মমতা মদ মোহ ত্যাগ শাস্তন কো সঙ্গলাগ কেওল এক রাম নাম নিজ মন্ত্র কহিয়ে ॥ ৩

তুলসী হ্যায় টুকাথোর লাগ রহত তো হারিওর চৌঘট পট খোল দেকে দরহুন জল কারিয়ে ॥ ৪

—+—

রাঃ গারা ভৈরবি তাঃ একতালা।

রাম চরণাচিত লাগোরে দেঁইয়া হুব অপরাধ
ক্ষমা কর হেঁয়জী ॥

সদ্গুরু পাওয়ে ধ্যান বাতাওয়ে সৎকথা উপদেশ,
তব কয়লা কি ময়লা ছুটে জব আগকরে পরবেছ ॥
রামচরণ ইত্যাদি ॥ ১

চৈতন চৈতন ক্যা ফুকারো চৈতন হোকে বয়ঠো,
প্রেমনগর মে ঢেঁডরা মারে রামনগর মে বয়ঠো ॥
রামচরণ ইত্যাদি ॥ ২

চিত্রকোটকে ঘাটমে ভয়ে শান্তন কো ভিড়, তুলসী দাস প্রভুচন্দন বগড়ে তিলক দেত রঘুবীর ॥
রামচরণ ইত্যাদি ॥ ৩

—।—

রাঃ ঐ তাঃ ঐ।

নারায়ণ নরসিংহ নরোত্তম পুরুষোত্তম কো ধ্যান ধরো জী ॥

গিরিবর ধারে মুকুন্দ মুরারে কণ্ঠলকান্ত গোলোক বিহারে অনাথ বন্ধু গোবিন্দ জনার্দ্দন কেশী মর্দ্দন কংস হরো জী ॥ ১

রঘুপতি রাম সুরেস সনাতন মিন কূর্ম্ম বরাহ শ্রীবামন দিন দয়ার্দ্র দুঃখ হারণ কারণ গোপী বল্লভ বংশী করোজী ॥ ২

প্রণত পাল দয়াল পুরাতন নন্দসুত বসু দৈবকি নন্দন তুলসী দাস কর আশ শ্রীরাম পদ তাকো মনরথ পুরণ করোজী ॥ ৩

রাঃ ঐ তাঃ ঐ।

থমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পাঁয়ি জনীয়া ॥

কিল কিলায়, চলত ধায়; পড়ত ভূম লটপটায় ধাই

মাত গোদলেতে দশরথকি রণীয়া ॥ ১

আঁচর রজ অঙ্গ ঝারি চুম্বত মুখ বারবার বিবিধ

ভাঁতি কর দুলার বোলত মৃদু বচনিয়া ॥ ২

বিদ্রুমছে অধিক লসিত মৃদু বোলন অমৃত ঝরিত

নাসিকা অতি সুভগবিচ লটকত লটকনীয় ॥ ৩

মোদক মেওয়া রুশাল মযানে সো লেহলাল আওর

লেও রুচির পান কাঞ্চন ঝুনাঝুনিয়া ॥ ৪

তুলসী দাস অতি আনন্দ নেরখত মুখার বিন্দু রঘু-

বর সমান কৌন মোহন ছবি বনিয়া ॥ ৫

—:***:—

রাঃ খট তাঃ একতালা।

শৈল রাজ নন্দনি মুনি চকোর চন্দ্রিনী নরনাগ

বিবুধ বন্দিনি জয় জহ্নবালীকা ॥ ১

বিষ্ণুপাদ সরজ জাশী ঈযশীস পর বিভাসী ত্রিপথ

গাশী পুণ্যরাশী পাপক্ষালিকা ॥ ২

বিমল বিপুল বহসিবারি শীতলত্রয় তাপহারী ভব

ভয় বিভঙ্গ তর তরঙ্গমালীকা ॥ ৩

পুরজন পূজোপহার শোভিত শশী ধবলধার ভঞ্জনি

ভব ভার ভক্তি কল্প থালিকা ॥ ৪

নিজ তটবাসী বিহঙ্গ জলথল চর কীট পতঙ্গ কোট
জটিল তাপস সব সরস পালিকা ॥ ৫

তুলসী তব তীর তীর সুমিরত রঘুবংশ বীর অচল
মতি দেহিমাত পতিত পালিকা ॥ ৬

—:***:—

রাঃ রামকেলী তাঃ কয়ালি।

জয় নারায়ণ ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীপতি কমলা কান্তং।
নাম অনন্ত কাঁহা লাগবর্ণ শেষ না পায়ো অন্তং ॥ ১

শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদিক নারদ ধ্যান ধরন্তং।
রাম রূপ ধর রাওন মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তং ॥ ২

বাসুদেব গৃহে জনম লিয়ো হাঁয় নাম ধর যদুনাথং।
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কনসকো কেশ গহন্তং ॥৩

জগন্নাথ জগমগ চিন্তামনি বৈঠরহে নেহি চিন্তং।
দশমস্কন্ধ ভাগবত লাওয়ে সুরদাস ভগবন্তং ॥ ৪

—:***:—

অষ্টম খণ্ড।

—:***:—

পদ সংগ্রহকার কৃত নামাবলী

এবং স্তব।

—:***:—

রাঃ রামকেলি তাঃ কয়ালি।

প্রভাতি টহলি সুর।

দিন তারিণী দুঃখ হারিণী কারণী পতিতোদ্ধারিণী তারা। কালী করালিনী নরশির মালিনী সুখশালিনী সব সারা॥ ১

শিব মনোরঞ্জিনী ভব ভয় ভঞ্জিনী দলিতাঞ্জনি শিব দারা। ভুবনত বন্দিনী গিরিবর নন্দিনী শঙ্কর হৃদয় বিহারা॥ ২

ত্রিগুণময়ী কমলে চিন্ময়ী বিমলে কালান্তিকা কাল বারা। তারয় যাদব দীন নরাধমে পামর গতি মতি হারা॥ ৩

—:+:—

রাঃ পুরবি তাঃ একতালা।

রসনে রটরে কালীকে। কালী ত্রিগুণধারিণী
ত্রিতাপ হারিণী ত্রিলোক পালিকে॥

ব্রহ্মাণ্ড বিধাত্রি সাবিত্রি গায়ত্রি শিশু শশধর ভালিকে। ঘোর রমনী করাল বদনি নৃমুণ্ড মালীকে॥ ১

কালী ছাড়া কথা ত্যজরে সর্ব্বথা স্মর গিরিবর বালীকে। যাদবের সার ভবে তরিবার কালী করালিকে॥ ২

—:***:—

রাঃ পরজবাহার তাঃ একতালা।

কালী কালী কালী বটরে। ত্যজি কুবাসনা
ভজো সবাসনা শমন নিকটরে॥

জননী জঠরে কঠোরের শেষ বারে২ এসে পেলি কত ক্লেশ, বল কালী কালী সহ উপদেশ যাবে সে সঙ্কটরে॥ ১

অজপার শেষ হবে আজি কালি ভ্রমেও কথানো না বলিলি কালী জীবন কাঞ্চন কাচমূলে বিকালি ঘটালি দুর্ঘটরে॥ ২

যাদব যখন হবিরে পতন জননী জঠরে তখনি শরন আবার জনম আবার মরণ গতায়াত কঠোরে॥ ৩

—:***:—

রাঃ বাগেশ্বরি বাহার তাঃ একতালা।

কালী কালী কালী বল।
ভবপার হইবার নাহি আর সম্বল ॥

কালী নাম মন্ত্র জপ কর কর আর কোন তপ করো না না করো। ত্বরিতে তরিতে যদি সাধ কর এটে ধরো কালী নামের কল ॥ ১

কালী নামামৃত পান কর রঙ্গে কালীনামাঙ্কিত কর রে অঙ্গে। প্রাণ ত্যজি কালী নামের সঙ্গে তাপিত অঙ্গ করো শীতল ॥ ২

কালিদাস কালী সাধক সঙ্গে কাল কাটো কালী নাম প্রসঙ্গে। কালী নামে তান তুলিয়ে রঙ্গে বগল বাজায়ে কালীপুরে চল ॥ ৩

—:***:—

শ্রীশ্রীহরিসংকীর্ত্তন ॥

—:※※※:—

তাল ধিমা মধ্যমান ঠেকা ।

মুখড়া ॥

বল কৃষ্ণ কেশব কংশারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ।
মধুকৈটভারে মুরারে শ্রীধর মধুসূদন ॥ ১

১ম কলি, তাল ধিমা একতালা ॥

কীর্ত্তনের সুর ॥

বলরে জয়তি জয় রাধারমণ শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন যশদা জীবন দীনবন্ধু দীন তারণ গোবিন্দ । জয় গোবর্দ্ধন ধর জনার্দ্দন, জয়তি পদ্মপলাসলোচন, দামোদর মাধব হরি মুকুন্দ ॥ ২

ঐ সুর জলদ একতালা ॥

রসনা কেনো তুই রস না বুঝিলি, কৃষ্ণনামামৃত রস না পিবিলি ; কররে কি করো কৃষ্ণ নাম করো, প্রেমানন্দে দেও করতালী ॥

কৃষ্ণ নাম করো শ্রবণো শ্রবণো বঙ্কিম নয়নো হেররে নয়ন, চিন্তামণি পদ দরশনে পদ চিন্তামণি ভুমে করোরে গমনো ॥ ৩

তাল দশকোষী ঐ সুর ॥

নিদানের সম্বল কেবল আরে সেই দীনবন্ধু হরি। ও সেই দীনবন্ধু হরি ॥ ৪

তাল জলদ লোফা ॥

তারে ভুলনারে মদনমোহন বংশীবদন ভবের কর্ণধার। ভব ভয় থাকেনা শমন পলায় নাম স্মরণে যার ॥

ভজন সাধন যতই বলো কমল চরণ তার ঐ চরণ তরি সার কররে পারিবে যেতে পার ॥ ৫

প্রথম মিল, ধিমা ঠেকা মধ্যমান ॥

মধুকৈটভারে মুরারে শ্রীধর মধুসূদন ইত্যাদি ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

—:***:—